প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রদত্ত পাঁচ হাজার (৫০০০) শব্দের প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মের সারাৎসার

গবেষণার বিষয়

নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

(NABARUN BHATTACHARYER UPANYASE RAJNOITIK BHABADARSHER PRABHAB O PRATIKRIYA)

গবেষক

শ্রীজিতা বসু

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: R-18RS02210155

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: 25/09/2019

তত্ত্বাবধায়ক

ড. স্বরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

PRESIDENCY UNIVERSITY
KOLKATA

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ২০২৫

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রদত্ত পাঁচ হাজার (৫০০০) শব্দের প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মের সারাৎসার

গবেষণার বিষয়

নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

(NABARUN BHATTACHARYER UPANYASE RAJNOITIK BHABADARSHER PRABHAB O PRATIKRIYA)

গবেষক

শ্রীজিতা বসু

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: R-18RS02210155

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: 25/09/2019

Approved with suggestion.

12/02/25

তত্ত্বাবধায়ক

ড. স্বরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

12/02/25

12.2.25

PRESIDENCY UNIVERSITY
KOLKATA

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ২০২৫

12.02.25

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায় ।। সময় ও সমাজের পটভূমিকা : নবারুণ ভট্টাচার্যের জীবন ও সাহিত্য

দ্বিতীয় অধ্যায় ।। নবারুণ পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের রূপায়ণ

তৃতীয় অধ্যায় ।। নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস : লেখক-কথকের রাজনৈতিক ভাববিশ্ব

চতুর্থ অধ্যায় ।। রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া : চরিত্রের নির্মাণ ও সম্পর্কের নানামাত্রিক বিন্যাস

পঞ্চম অধ্যায় ।। রাজনৈতিক ভাবাদর্শের রূপায়ণে ভাষাশৈলীর বিশেষ নির্মাণ

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

প্রস্তাবনা

সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসে, লেখকের রাজনৈতিক বীক্ষার প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে এবং তাঁর রচনারীতি কীভাবে সেই দর্শনকে আত্তীকরণ করে নিজস্ব রূপ ধারণ করেছে, তা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা বর্তমান গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য। নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসের সংখ্যা মোট নয়টি। প্রতিটি আখ্যানের কেন্দ্রীয় চালিকা শক্তি রাজনীতি। গবেষণা প্রকল্পের মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে 'রাজনীতি' সংক্রান্ত তাত্ত্বিক দিকটি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। অ্যারিস্টটল তাঁর 'Politics' বইয়ে 'Man a Political Animal' শীর্ষক আলোচনায়, রাষ্ট্র ধারণাকে প্রকৃতি প্রদত্ত চেতনা হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। উৎকৃষ্ট জীবনের লক্ষ্যার্থে রাষ্ট্র নির্মাণ আবশ্যিক এবং সেইসূত্রে প্রতিটি মানুষই রাজনৈতিক। রাষ্ট্রচেতনাহীন, রাজনৈতিক বোধহীন ব্যক্তি অ্যারিস্টটলের মতে, 'Tribeless, lawless, hearthless one.' রাজনীতি ব্যক্তিজীবনের সার্বিক পরিসরে ব্যাপৃত হয়ে আছে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে সংসদীয় রাজনৈতিক পরিকাঠামো, রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী করে তোলে, সেই রাজনীতি মানবসভ্যতার কিয়দংশমাত্র। বস্তুত রাজনীতি জড়িয়ে আছে ব্যক্তির সমাজচেতনার প্রতি স্তরে স্তরে।

নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসে রাজনীতিই প্রধান ও প্রাথমিক উপকরণ। লেখকের সমাজচেতনা, রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে আপসহীন ভাবে বেঁচে থাকার অঙ্গীকারের সঙ্গে তাঁর সামগ্রিক লেখালিখি সম্পৃক্ত, পৃথক কোনো কর্মকাণ্ড নয়। রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে উপন্যাস আলাদা এক বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলেছে।মার্কসবাদে আস্থাবান লেখক দ্বিধাহীন, মুক্তকণ্ঠ নিজস্ব মতাদর্শ প্রকাশে। তবে তাঁর লেখা দলীয় রাজনীতির ইস্তাহার হয়ে ওঠেনি। বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা-উত্তর যে অনিশ্চয় সময়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর বেড়ে ওঠা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে নকশালপন্থী রাজনীতির গা ঘেঁষে ক্ষণিক দাঁড়ানো; সেসবকেই তিনি নিজের উপন্যাসে বিশেষভাবে স্থান দিয়েছেন। উত্তর ঔপনিবেশিক সময়পর্বে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ-প্রতিরোধ দেখা দিয়েছে তাঁর উপন্যাসে। তাই প্রথাগতভাবে একটি 'রাজনৈতিক উপন্যাস' যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠে, নবারুণের উপন্যাস সেই নির্মাণকেও ছাপিয়ে গেছে। এখানেই রাজনৈতিক আখ্যানের পাশাপাশি আখ্যান নিজস্ব রাজনীতি তৈরি করতে করতে এগিয়েছে। তাঁর উপন্যাসে একদিকে যেমন ধরা আছে সমসাময়িক বিশ্বজুড়ে প্রবহমান রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাত; তেমনই সাহিত্যের রাজনীতি, যাপনের রাজনীতি, প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের রাজনীতি, ক্ষমতা ও বন্টনের রাজনীতি --- তাঁর লেখার মেরুদণ্ড।

সাহিত্যিক হিসেবে তিনি পুঁজিবাদী-ভোগবাদী আধিপত্যের কাছে সমর্পণ করেন নি। ক্রমাগত 'বিকল্প' সন্ধান করে গেছেন। তাই তাঁর লেখা প্রকাশ পেয়েছে অপেক্ষাকৃত বাণিজ্যিকভাবে 'ছোট কাগজে'। আর এখানেই তিনি হয়ে উঠেছেন প্রতিষ্ঠানবিরোধী। শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় যারা আণ্ডারক্লাস, নিম্নবর্গ তাদের কথাই সোচ্চারে বলেছেন লেখক। এই

অবস্থান নির্বাচন কোনো শখের টানে নয়; বরং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ সাহিত্যিকের যা দায় বর্তায়, তাকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন লেখায়। নবারুণ কোনো 'ভাতঘুম সাহিত্যে' আস্থা রাখেন না। তাঁর সাহিত্য প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে শাসকের দিকে; চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। যা কিছু প্রথাবদ্ধ, প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের নিগড়ে বাঁধা, তাকে সরাসরি নস্যাৎ করেছে। প্রত্যাঘাত করেছে প্রচলিত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক হেজিমনির উপরে।

নবারুণের উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মতোই তাঁর আখ্যানের গঠন, বিশিষ্ট বাচনরীতি, পাঠকের অভ্যস্ত পাঠরুচিকে ভেঙে খান খান করে দেয় বারংবার। তাঁর লেখা ভদ্রবিত্তের মধ্যমেধার অতলান্তিক শান্তিকে নাড়িয়ে দেয়। এই কারণেই ফ্যাতাড়ুর মতো চরিত্ররা নৈরাজ্য ডেকে আনে। প্রতিনিয়ত চলতে থাকা নব্য উপনিবেশবাদের আগ্রাসন হোক কিংবা অবদমিতকে আরও দলিত করার অভিপ্রায়ে সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রীয় চক্রান্তের বিপ্রতীপে তাঁর আখ্যানের চরিত্ররা, আখ্যানের ভাষা, কাঠামো একটি সাবভার্সিভ ডিসকোর্স গড়ে তুলেছে; মূলত লেখকের রাজনৈতিক প্রত্যাভিঘাত চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। লেখক বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, রাজনীতিবর্জিত লেখালিখি তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। নিজেকে আপাদমস্তক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই দেখেন। তাই শুরুতেই যে কথাটি এসেছিল, লেখক নবারুণের জীবনযাপন, মনন, চর্চার সঙ্গে যে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তাকেই প্রকাশ করার জন্য তাঁর যাবতীয় লেখালিখি; এবং লেখার রাজনীতিটাও ব্যক্তি নবারুণের সঙ্গে জড়িত। তাঁর উপন্যাসগুলি যতটা 'রাজনৈতিক উপন্যাস' হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে, তার থেকে বেশি লেখকের রাজনৈতিক বোধের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

খুব স্পষ্টতই বোঝা যায় লেখক নবারুণ একজন আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখায় রাজনীতি একটি প্রবণতার মতো আসেনি বরং রাজনীতি তাঁর লেখালিখির ভরকেন্দ্রে রয়েছে। এমন একজন সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা, গবেষণা করতে হলে, রাজনীতি ব্যতিরেকে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতে পারে না। তাই নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসের নিবিড় পাঠ পর্যালোচনাক্রমে, তাঁর লেখায় রাজনৈতিক মতাদর্শ যেভাবে আলোকিত হয়ে ওঠে--- যে সম্বন্ধীয় গবেষণার অবকাশ থেকেই গেছে। প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পটি সেই অভিনিবেশ নিয়ে অগ্রসর হল। প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান বিশ্বে নবারুণের রাজনৈতিক আদর্শবাদের প্রাসঙ্গিকতার দিকটিও আলোচিত হয়েছে।

বর্তমান গবেষণাপত্রটি প্রস্তাবনা এবং উপসংহার বাদে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। গবেষণার প্রয়োজনে মূলত বর্ণনামূলক, ঐতিহাসিক এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন – উদাহরণ রূপে দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথা বলা যেতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

সময় ও সমাজের পটভূমিকা : নবারুণ ভট্টাচার্যের জীবন ও সাহিত্য

নবারুণ ভট্টাচার্যের লিখনবিশ্বকে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করার জন্য, লেখকের সমাজজীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনে আলোকপাত করতেই হয়। ব্যক্তি, সময় ও সমাজের নির্মাণ একথা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। তাই এই অধ্যায়ে নবারুণের ব্যক্তিমানসকে দেখে নেওয়া প্রয়োজন তাঁর পরিবার ও সময়ের দর্পণে। নবারুণের জন্ম হয় স্বাধীনতা লাভের পরের বছর ১৯৪৮ সালের ২৩ জুন বহরমপুরে। বাবা নাটককার, অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য, মা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী। ডাকনাম বাপ্পা। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে পিতা-মাতার বিশেষ প্রভাব থাকাই স্বভাবিক, কারণ তা তার ব্যক্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ। নবারুণও তার ব্যতিক্রম নন। বাবা-মা দুইজনেই ছিলেন ভারতের মার্কসবাদী পার্টির সদস্য। একটি বামপন্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় নবারুণ ছোট থেকেই পরিচিত হয়েছিলেন মেহনতি, সংগ্রামী মানুষের জীবনের সঙ্গে। বিশ্বরাজনৈতিক বহমান ঘটনার সঙ্গে; পাশাপাশি নাটকের মহড়া, ব্যাকস্টেজের কাজকর্ম, ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয়, আলোকসজ্জা --- এসবের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন বাবা বিজন ভট্টাচার্যের সূত্রে। এরই সূত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ঋত্বিক ঘটক এঁদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য লাভ, নবারুণের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও আনন্দের জোগানে কমতি ছিল না। সাহিত্যপাঠের পরিমণ্ডল গড়ে দিয়েছিলেন মা মহাশ্বেতা।

ধরতাই যে যথার্থই ছিল সেকথা পরবর্তীকালের লেখক জীবনের নানা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে লেখকেরই বয়ানে। বাবা বিজন ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, বড় হয়ে তিনি লেখক হবেন; তবে লিখে উপার্জনের চেষ্টা করা চলবে না। বাবার কথাই তাঁর জীবনের আদর্শ। উপার্জনের উদ্দেশ্যে কোনোদিনই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হন নি। ছোট পত্র-পত্রিকায় লেখালিখি করেছেন। লেখার বিষয় নির্বাচন ও আঙ্গিকেও তিনি আপোষবিমুখ। বাজারী সাহিত্য,যার সঙ্গে মানুষের যোগ, জীবনের যোগ নেই, যাকে নবারুণ 'ব্রয়লার সাহিত্য' বলেছেন; তাঁর সামগ্রিক বোধের সঙ্গে, চেতনার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে সেসব কখনও লেখেন নি। ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশের বহু সুযোগ থাকলেও তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ লেখক-শিল্পী যদি শাসকের ঘনিষ্ঠ হয়, তাহলে তাঁর সৃষ্টি আদর্শচ্যুত হতে বাধ্য; শিল্পীর স্বতস্ফূর্ত কণ্ঠ ধ্বনিত হতে পারে না। বাবার কাছেই মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও পড়েছেন আবার আইজেনস্টাইন, পুদভকিনের ছবির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। নবারুণের বিভিন্ন জীবজন্তু,পাখিদের প্রতি মমত্বের অনুভূতি, তার মূলেও বিজন ভট্টাচার্যের প্রশ্রয় প্রকট। মনুষ্যেতর প্রাণী যারা,তাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেশা, পোষ্যের বাইরে একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলা, তাদের থেকে এমন অনেককিছু শেখা, যা ঠিক বই পড়ে জানা সম্ভব নয়। কুকুর 'জিপসি' বিজন ও নবারুণের পরিবারের তৃতীয় সদস্য ছিল, যাকে উৎসর্গ করে কুকুর-উপকথা 'লুব্ধক' লিখেছেন। শুধু বাবা বিজন নন, অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল ঋত্বিক ঘটককে। ঋত্বিকের মনুমেন্টাল প্রতিভার দ্যুতি, আপোষহীন ঋজু শিল্পীসত্ত্বা নবারুণের ব্যক্তিজীবন ও লেখক অস্তিত্বকে গভীরে প্রভাবিত করেছে। তাঁর কাছে --- ***'ঋত্বিক---আমার অস্কার, আমার অঙ্গীকার'।***

নবারুণের জীবনের অন্যতম প্রতিকারহীন ট্রমা, মাত্র বারো বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ। এই ঘটনার অভিঘাত আমৃত্যু বহন করেছেন। নবারুণের কথায়, ***"আমি জন্মাবধি তালকানা এলেবেলে এক ধরনের অসহায় বিপন্নতাবোধে আক্রান্ত।"*** এই বিপন্নতা, এই অসহায়তা বাপ-মা মরা 'হারবার্ট'-কে তাড়া করে বেড়িয়েছে। হারবার্ট, লেখকের ছায়ায়, মায়ায় গড়ে তোলা।

রাজনৈতিক চেতনাই নবারুণের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব ও লেখার ভিত্তি। তিনি নিজের লেখালিখির ব্যাপারটাকে রাজনৈতিক আদর্শের অভিব্যক্তি হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন। বামপন্থায় বিশ্বাসী লেখক কোনো সংসদীয় দলগত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। নিজের লেখার মধ্যে দিয়েই রাজনীতি সচেতন লেখক হিসেবে বিশ্বের সঙ্গে রেসপন্স করেছেন। সাতের দশকের নকশাল আন্দোলন এবং নয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাত্মক ভাঙন আর নবারুণের সোভিয়েত সংবাদ সংস্থার চাকরি হারানো --- এই তিনটি ঘটনার অভিঘাত তাঁর রাজনৈতিক চেতনাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। নকশাল আন্দোলন পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। এই পর্বে সারা বাংলা জুড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও বহু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর হত্যার ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি লেখেন, 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' কাব্যগ্রন্থ। অন্যদিকে নয়ের দশকে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনের পতন এবং সংশোধনবাদের উত্থান, গোটা পৃথিবী জুড়ে মুক্তিকামী মানুষের স্বপ্নকে একধাক্কায় চুরমার করেছিল। নবারুণ তাঁর লেখায় ও ব্যক্তিজীবনে এই যন্ত্রণা বহন করেছেন আজীবন। এই ঘটনাগুলি সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর মনন গড়ে তুলেছে। কী কবিতায়, কী ছোটগল্পে, কী উপন্যাসে --- রাজনীতিই মুখ্য অভিমুখ হয়ে উঠেছে। লেখকের রাজনৈতিক বোধ দলীয় রাজনীতি ছাড়িয়ে সম্পর্কের রাজনীতি, বাস্তুতন্ত্রের রাজনীতি, 'প্রাণমণ্ডলের রাজনীতি'-তে বিস্তৃত। পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে তার বিশ্লেষণ করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবারুণ পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের রূপায়ন

নবারুণ ভট্টাচার্যের লেখালিখির শুরু ছয়ের দশকে ছোটগল্প - কবিতার মধ্যে দিয়ে। বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশক থেকে আরম্ভ করে একবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ভারতের এবং বিশ্ব রাজনীতিতে যে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অভিঘাত এসেছে, পটপরিবর্তন ঘটেছে; সেসব ঘটনাপ্রবাহ বাংলা উপন্যাসকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তার একটি রূপরেখা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে বাংলা সাহিত্যে যেসব লেখা (নির্বাচিত) আমরা পেয়েছি, সেসবের মধ্যে দিয়ে বিগত পঞ্চাশ বছরের রাজনীতি এবং উপন্যাসের মধ্যেকার বোঝাপড়া তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। নবারুণের অগ্রজ এবং সমসাময়িক লেখকদের রাজনৈতিক দর্শনের জগত থেকে, রাজনৈতিক লেখক হিসেবে তিনি কতটা স্বতন্ত্র, সেটা অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে। এই অতীতচারী তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে লেখক হিসেবে নবারুণের স্থানাঙ্ক নির্ধারণের কাজটি করা সম্ভব হয়েছে।

কেমন ছিল সেই সময়পর্ব? একনজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে --- ১৯৬৭-তে আর্নেস্ত চে গুয়েভারার নিধন, ১৯৬৮-র ২মে থেকে ২৩জুন সাত সপ্তাহ কাজের দাবিতে প্যারিস অবরুদ্ধ করে রাখে ছাত্রসমাজ, শ্রমিকরাও এই

আন্দোলনে যোগদান করেন। নাইজেরিয়ায় গৃহযুদ্ধ বাঁধে, যেখানে ব্রিটিনের খবরদারি চলতে থাকে, ১৯৭১-এ খানসেনা, রাজাকারের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম সংগঠিত করে নতুন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জন্ম নেয়, ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কায়েম থাকে এবং মানবতার পক্ষে ঘৃণ্য 'ন্যাপাম বোমা'য় পর্যুদস্ত হতে থাকে দেশটি, ১৯৭৪-এ ভারত প্রথমবার পারমাণবিক অস্ত্রের সফল পরীক্ষা করে প্রোজেক্ট 'স্মাইলিং বুদ্ধ' (নামেই চূড়ান্ত ব্যঙ্গ), ১৯৭৫-এ বাংলাদেশের মুক্তিসূর্য শেখ মুজিবর রহমান নিহত হন আততায়ীর হাতে, ১৯৭৬-এ মারা গেলেন মাও ৎসে তুং।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭ পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে বারংবার রাজনৈতিক অভিঘাত নেমে এসেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন, তার তিনমাসের মধ্যে নকশালবাড়িতে পুলিশের গুলি কেড়ে নিয়েছিল এগারোটি প্রাণ, নকশাল আন্দোলন জোর পায়, যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যায় আবার ১৯৬৯-এ ক্ষমতায় আসে ফ্রন্ট। ১৯৬৪-তে প্রকাশ্য জনসভায় রাজনৈতিক লাইন নিয়ে মতান্তরের কারণে কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে যায়, ১৯৭২-এ প্রবল রাস্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে কংগ্রেস। শুরু হয়ে যায় সি.পি.আই(এম.এলের) শ্রেণিশত্রু চিহ্নিত করে ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি, গোটা দশক জুড়ে চলতে থাকে একের পর এক গণহত্যা, দমন-পীড়ন, গুম, খুন, জেলবন্দীদের নির্বিচারে আটক রাখা, অত্যাচার ও হত্যা। ১৯৭৬-এ প্রধানমন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধীর সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। বাক স্বাধীনতা, শিল্পের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা জোরপূর্বক খর্ব করা হয়। যে অন্ধকারাচ্ছন্ন কালপর্ব চলছিল দেশে তা ১৯৮৪-তে আততায়ীর হাতে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার ঘটনায় ভাঁটা পড়ে। নয়ের দশকে 'উদার অর্থনীতি'-র ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নয়া সাম্রাজ্যবাদ থাবা বসাতে শুরু করে, অন্যদিকে পারমাণবিক অস্ত্রে বলীয়ান হওয়ার প্রতিযোগিতা লেগে যায় শক্তিধর দেশগুলির মধ্যে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের রেশ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, নাৎসি মৃত্যুশিবির, অসংখ্য কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ও মৃত্যুমিছিল, ভিয়েতনাম, কঙ্গো, ইরাক, চিলি, গণ-অভ্যুত্থান, ছাত্র-আন্দোলন, শ্রমিকবিদ্রোহ আর কোটি কোটি সাধারণ নাগরিক, শিশু, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী হত্যার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। ঔপন্যাসিক নবারুণ দায়বদ্ধ এই সময়ের কাছে।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উপন্যাস যাঁদের লেখায় গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে, তাঁরা হলেন – অসীম রায়, শৈবাল মিত্র, তপোবিজয় ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, স্বর্ণ মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, সৈকত রক্ষিত, প্রফুল্ল রায়, সমরেশ বসু, সাধন চট্টাপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, কিন্নর রায়, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়িত হতে বাধ্য, কারণ বিষয়বৈচিত্র্যের বিভিন্নতা ব্যাপক। তবে আলোচনার সুবিধার্থে উক্ত লেখকদের দু'একটি করে উপন্যাস তুলনামূলক আলোচনায় আনা হবে। গ্রন্থপঞ্জিতে নির্বাচিত উপন্যাসের তালিকা দেওয়া হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস : লেখক – কথকের রাজনৈতিক ভাববিশ্ব

এই অধ্যায়ে নবারুণ ভট্টাচার্যের প্রকাশিত নয়টি উপন্যাসের বিষয়বস্তু কথন এবং তার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হবে। লেখকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চেতনা, ভাববিশ্ব তাঁর উপন্যাসে কীভাবে উঠে এসেছে, তা আলোচিত হবে। পাশাপাশি উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা পরম্পরা লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মুখপাত্র হয়ে কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তার আলোচনা করা হবে।

- **হারবার্ট :**

ছয়ের দশক থেকে কবি হিসেবে পরিচিত নবারুণ ভট্টাচার্য বাংলাসাহিত্যের জগতে নিজের স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'হারবার্ট'(১৯৯২)-এর মাধ্যমে। 'প্রমা' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ পায় উপন্যাসটি। ১৯৯৩-এর জানুয়ারিতে প্রমা প্রকাশনী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'হারবার্ট' 'নরসিংহদাস পুরস্কার'(১৯৯৪), 'বঙ্কিম পুরস্কার'(১৯৯৬), 'অকাদেমি পুরস্কার'(১৯৯৭) প্রাপ্ত হয়। হিন্দি ও ইংরাজি ভাষায় এই উপন্যাস অনূদিত হয়েছে।

'হারবার্ট' উপন্যাসটি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে দশজন উনিশ শতকের কবির বিভিন্ন কবিতা থেকে লাইন উদ্ধৃত করে শুরু হচ্ছে। প্রোটাগনিস্ট চরিত্রের নাম হারবার্ট সরকার। যার আত্মহননের সংবাদের মধ্য দিয়ে প্রথম অধ্যায়ের সূচনা। সমগ্র উপন্যাসটি তিনটি আলাদা সময়কালের উপর দাঁড়িয়ে আছে। হারবার্টের পূর্বপুরুষ ঔপনিবেশিক আমলের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রার রেশ টেনে চলেছে। কলকাতার উন্নাসিক, ভোগবিলাসে মত্ত বাবু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। হারবার্টের জ্যাঠতুতো দাদা কৃষ্ণলালের ছেলে বিনয় ওরফে বিনু বহরমপুর থেকে কলকাতার আশুতোষ কলেজে পড়তে আসে এবং সমসাময়িক নকশালপন্থী রাজনীতিতে যুক্ত হয়। পরে পুলিশের এনকাউন্টারে মারা যায়। এরপর শুরু হল নব্য-উপনিবেশবাদ, উদার অর্থনীতি, বিশ্বায়নের সময়পর্ব। এরমধ্যে দিয়েই নানা বাঁকবদলের মাধ্যমে ঘটনা এগিয়ে গিয়েছে। হারবার্ট তার ব্যক্তিজীবনে অসহায়, সঙ্কুচিত। সামাজিকজীবন বিপন্নতাবোধে আচ্ছন্ন। ছেলেছোকরারা ক্ষ্যাপায় 'বাঁটপাখি' বলে।পাড়ার রকবাজ, মাতাল, ভদ্রবিত্তের বাইরে থাকা ছেলেরাই হারবার্টের আশ্রয়। মানুষের থেকে যত বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সে ততই নিজের এক ভিন্ন বাস্তুতন্ত্র গড়ে নিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর, মাইক্রোস্কোপে ধরা পড়বে যেসব প্রাণী, যারা লুকিয়ে থাকে শ্যাওলা ধরা ইটের ফাঁকে, নির্বিবাদী --- তাদের ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে হারবার্ট। মূলস্রোতে ফেরার পথ নেই। ফিরতে হলে সেই সমাজব্যবস্থা যেখানে কোরাপশন, বঞ্চনা, শোষণ, নীতিহীনতা, আপোষের প্রাণান্তকর পরিস্থিতি। হারবার্ট ভীত হয়, ফেরার বা সামনে এগোনোর কোন পথই খোলা নেই।

'হারবার্ট' আখ্যানটির তৃতীয় পর্যায়টি যে সময়কালের তখন উদার-অর্থনীতির যুগ। নব্য-উপনিবেশবাদ, বিনিয়োগের অজুহাতে ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে। ব্যক্তির পরিচয় সে শুধু কনজিউমার। শহর কলকাতার পুরনো, চেনা ছবি বদলে

গেছে। মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, কুকুর ও পথচারীদের বরাদ্দ ছায়া কেড়ে নিয়ে গাছ কেটে চওড়া রাস্তায় উন্মত্তভাবে ছুটন্ত যানবাহন, ভিডিও ক্যাসেটের দোকান, শপিংমল, মোড়ে মোড়ে বিজ্ঞাপনী চমক। গোটা বিশ্বকে আশা জুগিয়ে যে বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল বিশ শতকের সূচনায়; নব্বইয়ের দশকে এসে বিশ্বায়ন এবং উদার অর্থনীতির হাত ধরে এল সংশোধনবাদ। নবারুণ বিভিন্ন আলোচনায় জানিয়েছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন তাঁর কাছে হৃদয় বিদারক।

ক্রমশ কোণঠাসা হতে হতে হারবার্ট শেষসম্বল হিসেবে আঁকড়ে ধরে প্রেতচর্চা। 'মৃতের সহিত কথোপকথন—প্রোঃ হারবার্ট সরকার'। এও এক সমাজবিচ্ছিন্নতার পরিণাম। পরলোক রহস্য ও পরলোক কথা কিশোর বয়সের পাঠঅভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে হারবার্ট নতুন ব্যবসা খুলে বসে। এবং অবধারিতভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্য কোনো মাপকাঠিতে মানুষ হিসেবে যে সম্মান সে পায়নি পরিবারে, সমাজে; সেখানে অলৌকিকতার পরিমণ্ডলে, অজ্ঞতার অবসরে, মেজরিটির ধরাছোঁয়ার বাইরে হারবার্ট সরকার নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। যদিও সর্বগ্রাসী 'বাজার সংস্কৃতির' আওতার বাইরে থাকা বর্তমান সমাজে সম্ভব নয়। তাই হারবার্টের ব্যবসাকে ধর্ম ও মুনাফা --- পুঁজিবাদের এই দুই হাতিয়ারে মুড়ে বাজারজাত করতে এগিয়ে আসে সুরপতি মারিক ও প্রণব ঘোষ। অসহায় হারবার্ট আরও অসহায় হতে থাকে। পরলোকচর্চাকে ধাপ্পাবাজি প্রমাণ করতে নেমে পড়ে সংগঠিত, আসংগঠিত বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি। পুলিশের ভয়, পশ্চিমবঙ্গ যুক্তিবাদী সঙ্ঘের শাসানির সামনে পড়ে আজীবন ভীত হারবার্টের রক্ষণ ভেঙে পড়ে। যেমনটা আকছার ঘটে সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনে। উপন্যাসের শুরুতে যে আত্মহননের ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, সেটাই ঘটে এই পর্যায়ে। বহুবছর পূর্বে হারবার্টের বিছানার তোষকের পরতে পরতে সঞ্চিত হতে থাকা ডিনামাইট স্টিকগুলি চুল্লিতে মৃতদেহের সঙ্গেই ঢোকানো হলে, আগুনের সংস্পর্শে এসে তা বিস্ফোরণ ঘটায়। বিনুদের যুদ্ধাস্ত্র প্রায় বিশ বছর পরে আকস্মিকভাবে ফেটে পড়ল। সমাজের কোন স্তরে কীভাবে নতুন বিস্ফোরণের ইঙ্গিত রয়ে যায়, তা রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। বিস্ফরণেই আখ্যান শেষ হয় না। জীবনের ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী লেখক। তাই দশ সংখ্যক অধ্যায়ে একটি ছোট ছেলের অসংলগ্ন কিছু আচরণ এবং মুখে 'ক্যাট ব্যাট ওয়াটার ডগ ফিশ' শোনা যায়। নবারুণ পাঠককে বহুমুখী সম্ভাবনার অভিমুখে দাঁড় করিয়ে দেন আখ্যানের শেষে।

- **ভোগী :**

'ভোগী' উপন্যাসটি 'বারোমাস' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় ১৯৯৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'অটো ও ভোগী' নামে একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। জানুয়ারি,২০০৭-এ দে'জ পাবলিশিং থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। 'ভোগী' উপন্যাসের মূল বিষয়টি দাঁড়িয়ে আছে Flagellation(আত্মনিগ্রহ)-এর ধারণার উপর। সামাজিক অপরাধ, দুর্নীতি, নৈতিক অবক্ষয় কিংবা পৃথিবীর মানবসভ্যতার উপর নেমে আসা বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, অতিমারী ইত্যাদি থেকে মুক্তি কামনায় আত্মনিগ্রহ, আত্মবলিদান --- এগুলির চর্চা বহু প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে এই সংস্কারকে জুড়ে দেওয়া হত। যা জনজীবনে প্রাদুর্ভাবের মতো ছড়িয়ে পড়ত। ফলত এই প্রবণতাকে থামানোর জন্য নানা ধর্মীয় অনুশাসন জোর পূর্বক চাপিয়ে দেওয়াও হত।

নবারুণের দ্বিতীয় উপন্যাস 'ভোগী'-র সূচনা হচ্ছে এক রহস্যময় ঘটনার বিবরণ দিয়ে। ভয়ঙ্কর পরিবেশে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের আভাস। সমাজের অনাচার, অত্যাচার, দুর্নীতি, পাপকর্মের দায় যে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। যে ভুক্তভোগী, কোনো অপকর্ম না করেও যে প্রায়শ্চিত্ত করে সে 'ভোগী'। এই আখ্যানের অন্যতম চরিত্র মিথিলের সঙ্গে ভোগীর দেখা হলে, সে আত্মনিবেদনের পূর্বে শহর কলকাতা ঘুরে দেখার আবদার জানায়। শহরে এসে সে দেখে, লোভ হিংসার মতো রিপু সমস্ত মানুষকে কব্জা করে বসে আছে। এখানেই রাজ, গৌতম রায়, রুবেনা রায়, মন্টু মিত্তির, সরোজ দা প্রমুখ চরিত্রকে। 'বিশাল দেহে বেবি ফেস' নিয়ে গৌতম রায় গাড়ি কেনাবেচার বাজারে বসে ওয়েস্টল্যান্ড আওড়ায় আর টাকা গোণে। এটাই হল সমগ্র সভ্যতার ছবি। থার্ড গ্রেডের সিনেমা মেকার রুবেনা রায় ভোগীকে নিয়ে ডকুমেন্টারি করতে চায়। পাবলিকের কাছে নতুন, মুখরোচক কিছু পেশ করার উদগ্র তাগিদে গৌতম ও রুবেনা রায় মিথিলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে প্রস্তুত। ভোগীর আদর্শের গভীরতা, জীবনের সরলতা তাদেরকে স্পর্শ করে না। সমাজের উচ্চকোটির মানুষের সীমাহীন লালসা, ভোগবিলাস, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদগ্র বাসনায় চাপা পড়ে গেছে সমাজের অপরাপর শ্রেণির মানুষ, প্রকৃতি, পৃথিবিকে নিয়ে ভাবানাচিন্তার মনন। প্রত্যেকেই আত্মরতিতে নিমগ্ন।

ভোগীর 'ভোগীজন্ম'-র প্রতি স্থির বিশ্বাস ও মহতী উদ্দেশ্যে প্রাণনাশ; শহরের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের মনে হয়, 'এরকম ঘটনা প্রিমিটিভ সোসাইটিতে হতে পারত।' এদের ওপরতলার পর্যবেক্ষণ, অনুধাবন ক্ষমতা হাস্যকর হয়ে যায় ভোগীর প্রত্যয়ের সামনে। সে শুধু অতীত-ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নয়, বর্তমান সমাজ-সময়কে নিবিড়ভাবে যাচাই করতে পারে; যা থেকে কোনো প্রিমিটিভ সংস্কৃতির ব্যক্তি বলে তাকে মনে করার কারণ থাকে না। যারা অর্থলিপ্সু, মিডিয়া সর্বস্ব, তারা ভোগীর আদর্শের প্যাশনকে বাজারজাত করতে চেয়েছে। কারণ সমাজের পাপ, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, চুরিচামারি --- এই সবকিছুর বিরুদ্ধে প্রোটেস্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় প্রান্তিক মানুষদের। তাই ভোগীর নিষ্ক্রান্তির স্থান হিসেবে লেখক বেছে নিয়েছেন পৃথিবীর এক প্রান্তকে, সমুদ্রতটে। যেখানে স্থল ও জলের সীমান্ত নির্দেশিত হচ্ছে।

অটো :

'অটো' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, আজকাল পত্রিকার শারদ সংখ্যা ২০০৩-এ। 'অটো ও ভোগী' নামে একত্রে দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশ পায় ২০০৭ সালে।

নবারুণের লেখা সব থেকে ছোট আখ্যান হল 'অটো'। এই আখ্যানের প্রধান চরিত্র চন্দন। তার জীবন বিপুল সম্ভাবনার অপচয়। সে হতে চেয়েছিল ফুটবলার, ভালো খেলত। বাবার মৃত্যু তাকে খেলার দুনিয়া থেকে ছিটকে দিয়েছিল। দারিদ্র্যের কালিমালিপ্ত জীবনে অনেক সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। চন্দনেরও স্বপ্নভঙ্গ হয়। স্বপ্নে যেভাবে রূঢ় বাস্তবতার অভিঘাত ঢুকে স্বপ্নকে চুর্ণ করে, সেরকমই কোন ফাঁকে চন্দনের মতো মানুষের জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। জীবনের চোরাগোপ্তা আক্রমণে চন্দন হয়েছে অটো চালক। তিনচাকার অটো কৌলীন্যে খানিকটা পিছনের সারির। অলিগলি তার চলার পথ, প্রশস্ত সড়ক নয়। এক অসম্পূর্ণ জীবন বয়ে চলা, ঠিক যেন চন্দনেরই মতো। অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও অটোর সহায়তায় ডাকাত ধরে ফেলার পর, মানুষের উন্মত্ততা, আইন হাতে তুলে নিয়ে

গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলা হয় ডাকাতদের। নৃশংস এই হত্যালীলা ঘটে যায় চন্দনের সামনে। উন্মত্ত জনতা একজনের যৌনাঙ্গ ফাটিয়ে দেয়। সেই দৃশ্যের ভয়াবহতা মানসিক অবসাদ ও ভীতি তৈরি করে এবং শারীরিকভাবেও অবসাদগ্রস্ত করে তোলে। চন্দনের যৌনসংসর্গে অক্ষমতা(হয়তো সাময়িক) স্ত্রী মালার সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। শরীর ও পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। স্ত্রীয়ের পরকীয়া সম্পর্ক, ঘর ছাড়া তাকে ভিতর থেকে ভেঙে দেয়। চন্দনের অপারগতার কিসসা রটতে সময় লাগে না। ধ্বজো, সাড়ে ছটা, ব্যাটারি ডাউন নানা নাম চালু হয়ে যায় সর্বত্র। মানসিক যন্ত্রণায় কোণঠাসা হতে হতে চন্দন আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরে অটোকে। চন্দন ক্রমশ একা হচ্ছিল, তার অটোও সঙ্গীহীন হয়ে পড়ছিল। নিরাপত্তাহীনতা, একাকীত্বের বেদনা, সামাজিক অসম্মান তাকে মরিয়া করে তুলেছিল প্রতিশোধ নিতে। মালার আসন্ন সন্তানের সংবাদ শুনে চন্দন নিশ্চিত হয়, এই সন্তান তার। মালার বর্তমান সঙ্গী ভিকির নয়। এই একটি বিষয়কে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে চায়। ঘটনাচক্রে একটি পিস্তল এসে যায় তার হাতে। শেষপর্যন্ত ভিকিকে গুলি করে খুন করে চন্দন। তার চেপে রাখা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে। যে ব্যক্তি অন্যের নৃশংস হত্যা দেখে প্রতিক্রিয়ায় দেহে মনে পঙ্গু হয়ে গেল, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাকেই হত্যাকারী করে তুলেছে।

- **যুদ্ধ পরিস্থিতি :**

‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকায় শারদসংখ্যায়, ১৯৯৫ সালে ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি, ১৯৯৬ প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ফেব্রুয়ারি, ২০০৬-তে সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায়।

ছয় ও সাতের দশকের নকশাল আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যৌবনের মুক্তির স্বপ্ন, তার পরবর্তী সময়ে প্রায় দুই দশক জুড়ে স্বপ্নের ভাঙা টুকরো গুলোকে নিজের লেখার মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছেন নবারুণ। সত্তরের যাপিত সময়ের চিহ্ন তাঁর উপন্যাসগুলির কোনো না কোনো পরিসরে রয়ে গেছে তীব্রভাবে। যুদ্ধ পরিস্থিতির নায়ক রণজয় নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। লেখক মনে করেন এটা তারই প্রজন্ম। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ লেখক কাঁধে তুলে নেন, সেই প্রজন্মের গাথা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব। রণজয় একজন বিপ্লবী। পুলিশের অত্যাচারে অপ্রকৃতিস্থ। আখ্যানের শুরুতেই আমরা দেখি রণজয় শত্রুপক্ষের হাত থেকে নিজেদের ঘাঁটি বাঁচানোর জন্য অনেকবছর আগে লুকিয়ে রাখা রাইফেল খুঁজতে মেন্টাল অ্যাসাইলাম থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। এককালের সক্রিয় নকশাল কর্মী রণজয় পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসর্ডারে ভুগছে। তার বোধের জগতে সময় আটকে গেছে সত্তরের দশকে। তারপরবর্তী দীর্ঘসময় সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল নয়। তার মনজগতে এখনও রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি আছে।সে বুঝতে পারে না মাঝখানে একটা গোটা দশক পার হয়ে গেছে। রণজয়ের স্মৃতিতে তার স্ত্রী মেখলা যুবতী, পুত্র কোবা এখনও ছোট। অ্যাসাইলাম থেকে পালিয়ে যাওয়ার ফলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রণজয় বিভিন্ন প্রচেষ্টায় পৌঁছে যাচ্ছে কলকাতায় লুকিয়ে রাখা রাইফেলের সন্ধানে। নকশাল আমলের কুখ্যাত অত্যাচারী পুলিশ অফিসার বসাককে খুঁজে পেতে চায় রণজয়। এরপর কিছুটা কাকতালীয়ভাবে রণজয়ের প্রাক্তন ছাত্র কৌশিক খুঁজে পায়

রণজয়কে। নিয়ে আসে নিজের বাড়িতে, সেখান থেকে তাকে পুনরায় পাঠানো হয় অ্যাসাইলামে। কিন্তু এখানেই শেষ হয় না। রণজয়দের প্রশান্তির ঘুম আসে না। কারণ এটা একক ব্যক্তির জীবনের সফলতা-ব্যর্থতার কিংবা মনের শান্তির বিষয় নয়। এটা এমন এক সমাজ পরিস্থিতি যাকে বদলাতে হবে। রণজয় প্রচলিত সামাজিক সুস্থতার মানদণ্ডে পরাজিত, হেরে যাওয়া, ব্যর্থ, অপ্রকৃতিস্থ একজন ব্যক্তি। কিন্তু আধিপত্যবাদী, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের যোদ্ধা হওয়াটাই বড় কথা, রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ের হিসেব এখানে অপ্রাসঙ্গিক। রণজয় তাই হেরে যাওয়া মানুষ নন। নবারুণ নিজেও ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের সফল প্রয়োগে আশাবাদী। সুতরাং যুদ্ধ পরিস্থিতি জারি থাকে। রণজয় দেখে কোবা, ফ্রন্টে এগিয়ে যাচ্ছে তার সাথীদের দিকে।

- **কাঙাল মালসাট ও মসোলিয়ম :**

‘কাঙাল মালসাট’ নবারুণের প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস, যা ‘প্রমা’ পত্রিকায় দুইবছর ধরে প্রকাশ পেয়েছিল। পরে জানুয়ারি ২০০৩, সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটির বস্তুগত ও আখ্যানগত সূত্রপাত আগে প্রকাশিত ফ্যাতাড়ুদের নিয়ে লেখা গল্পগ্রন্থেই পাওয়া যায়। উপন্যাসটি বহুস্তরীয়। নবারুণের রাজনৈতিক বীক্ষার অন্যতম প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। পাশাপাশি আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন লেখক। কাঙাল মালসাটে একদিকে আছে মার্শাল ভদি, বেচামণি, নলেন, কে জি সরখেল, বড়িলালের মতো সাধারণ মানুষ। আবার বাস্তব ও মায়াজগৎ মিশে গিয়ে তৈরি করেছেন এক উদ্ভটত্বের দুনিয়া, যেখানে আছে বৃদ্ধ দণ্ডবায়স, বনবেড়াল, ঔপনিবেশিক আমলের প্রতিনিধি বেগম জনসন। আর আছে ফ্যাতাড়ুরা, মদন, ডি এস, পুরন্দর। এদের প্রত্যেকেই মানুষ হয়েও উড়তে সক্ষম। দণ্ডবায়স বিশেষরূপে জ্ঞানী, ত্রিকালদর্শী। সচেতনভাবে উপস্থাপিত করা হয় চাকতির খেলা, নগরপালের মুণ্ডু কাটা আবার তা জুড়ে যাওয়া, কমরেড আচার্যের সঙ্গে স্তালিনের কথোপকথন, কামান গোলার অদ্ভুত নাচন, ফ্যাতাড়ুদের উড়ে উড়ে বিভিন্ন স্থানে গণ্ডগোল সৃষ্টি করা। এই ম্যাজিক রিয়ালিজমের জগৎ তৈরি করেন অন্য এক বাস্তবতা গঠন করার জন্য। এরা প্রত্যেকেই সেই অর্থে প্রান্তিক গোষ্ঠীর। ফ্যাতাড়ু আর চোক্তাররা মিলে সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে। অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করতে থাকে। তবে মজার বিষয় এই যে, এই সামরিক অভিযান কোনো সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানে পরিণত হয় না। বরং এটা অনেকখানি প্যাসিভ প্রোটেস্ট। অন্ত্যজ মানুষের আস্ফালন যেমন হয় আর কী। পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতাকে বিদ্রূপ করেছেন আবার বাঙালির আত্মবিস্মৃতি, ইতিহাসবিমুখতা, নানা বিচ্যুতিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়া আধিপত্যবাদ, নীতিহীনতা, হতাশাকে নতুন আঙ্গিকে দেখিয়েছেন লেখক। এই কারণে নতুন ভাষ্যের প্রতি সাম্য আনার জন্য নতুন বাচনরীতি ব্যবহার করেছেন। কবিতা, গান, সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের স্টাইল নিয়ে এসেছেন এই আখ্যানে। নিটোল গল্পের বুনন খোঁজা সম্ভব নয় এখানে। কোনো ধারাবাহিকতাও রক্ষা করা হয়নি এখানে। ফ্যাতাড়ু, চোক্তারদের এই সম্মিলিত প্রতিবাদ প্রতিরোধ কোনো নতুন দিগন্ত রচনা করেনি, সেটা হয়তো

বাস্তবসম্মতও নয়। উপন্যাসের শিরোনামের দিকে খেয়াল করলে লুকিয়ে থাকা আইরনিটা ধরা পড়ে। ‘মালসাট’ শব্দের অর্থ, বীরের স্পর্ধাপূর্বক হুঙ্কার। কিন্তু ‘কাঙাল’ সম্প্রদায়ের হুঙ্কার কতদুর যেতে পারে?

‘মসোলিয়ম’ একটি ক্ষুদ্র আখ্যান। ২০০৪-এ ‘ভাষাবন্ধন’ পত্রিকার শারদসংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে ২০০৬ সালে দে’জ পাবলিশিং থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছিল। মসোলিয়ম, কাঙাল মালসাটের এক্সটেনশন বলা চলে। সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানেই শেষ হচ্ছে না চোক্তার, ফ্যাতাড়ুদের কাণ্ডকারখানা। সামরিক অভিযানের নায়ক মার্শাল ভদিকে মৃত ঘোষণা করে মমিফায়েড করা হয়েছে। এই ঘটনার সাক্ষী হতে পুরো কলকাতা শহর ভেঙে পড়েছে এবং এই পরিস্থিতি সামাল দিতে শহরের পুলিশ, প্রশাসন নাজেহাল। সাহিত্যিক বজরা ঘোষের সারকাস্টিক লেখা অন্য চমক তৈরি করেছে। মূলত ভদ্রবিত্তের সাজানো গোছানো শহরে যারা উপদ্রবের মতো বাঁচতে বাধ্য হয়, তাদের গণঅভ্যুত্থান প্রতিমুহূর্তে জারি থাকে।

- **খেলনানগর :**

১৯৯৮ সালে 'প্রতিদিন' পত্রিকার শারদসংখ্যায় নবারুণ ভট্টাচার্য ‘খেলনানগর’ উপন্যাসটি লিখছেন, তখন তাঁর লেখায় উঠে এসেছে, বিগত শতাব্দীর বিস্তীর্ণ সময়ে মানবসভ্যতার ধারাবাহিক, পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসে বিশ্ব সদা উন্মুখ বিবিধ যুদ্ধ, হত্যা, গুপ্ত হত্যা, গৃহযুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি ঘটনায়। বর্তমান বিশ্বের অস্তিত্বরক্ষার ভাবনাই লেখককে ‘খেলনানগর’-এর মতো আখ্যান রচনায় প্রণোদিত করে। সমগ্র বিশ্ব বিজ্ঞান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে সুস্পষ্ট মেরুকরণ করে ফেলেছে। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলি বিচিত্র, সুসজ্জিত, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সমরাস্ত্র ও পারমাণবিক বোমা দ্বারা নিজেদের শক্তিশালী করে তুলেছে যাতে, অনুন্নত দেশগুলির উপর আস্ফালন প্রদর্শন করে ‘Political Hegemony’ বজায় রাখা যায়। প্রকৃত অর্থে দুটি বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এই দুনিয়ার প্রতিটি নগর- প্রান্তরই আজ ‘খেলনানগর’। যেকোনো মুহূর্তে আধিপত্যবাদী সভ্যতার পয়লা নম্বর দান ‘ক্যাপিটালিস্ট বম্ব’ বা ‘পারমাণবিক অস্ত্রে’র মুখোমুখি দাঁড়াতে হতে পারে। একদিকে যেমন এই পারমাণবিক জুজু-কে খাঁড়া রেখে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের উপর রাজনৈতিক খবরদারি চালায়, আবার একই কারণ দেখিয়ে বিশ্বের জনতার কাছে ভুয়ো গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা সেজে চালায় অবাধ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন। এরই পোশাকি নাম ‘আধিপত্যবাদ’।

- **লুব্ধক :**

নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘লুব্ধক’ আখ্যানটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে। এটি বিস্ট ফেবলের ধরণের কুকুর উপকথা। লেখক প্রাণমণ্ডলের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। অর্থাৎ প্রতিটি প্রাণীই তার নিজস্ব অধিকার নিয়েই এই পৃথিবীতে অবস্থান করছে। জীব – বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য এর ফলেই টিঁকে আছে। সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ বিভিন্ন প্রাণীর উপর বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার অজুহাতে অত্যাচার করে আসছে। প্রথম মহাকাশচারী কুকুর 'লাইকা', যার প্রাণের বিনিময়ে মানুষ মহাকাশে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করেছে। প্রতিনিয়ত চারপাশে মাছ,পাখি,কুকুর এবং আরও অনেক প্রাণীর বাসস্থান ক্রমশ ছোট করে দেওয়া হচ্ছে।

ক্ষমতা বলে একাধিপত্য কায়েম করে রেখেছে মানুষ। এরই প্রতিবাদ হিসেবে নবারুণ এই কল্পকাহিনি লিখেছেন। ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে কুকুরদের উত্থানের গাথা লিখেছেন। নবারুণের ছোটবেলার সঙ্গী, পোষ্য জিপসি এবং প্রাণী অধিকার রক্ষা কর্মী ফ্রান ট্রাট-কে উৎসর্গ করেছেন এই আখ্যান।

- **মবলগে নভেল :**

এটি একমাত্র উপন্যাস, যা নবারুণ ভট্টাচার্যের মৃত্যু পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা বইমেলাতে ২০১৬-র জানুয়ারি। 'কাঙাল মালসাট' আর 'মসোলিয়ম' –এর ধারাবাহিক হিসেবেই 'মবলগে নভেল' এসেছে। এই তিনটি উপন্যাসকে একত্রে 'ট্রিলজি' বলা যেতেই পারে। ফ্যাতাড়ু ও চোক্তারদের আগমন ঘটেছে সমাজের দুর্নীতি, দেউলিয়াপনা, শোষণের যে একচ্ছত্র সংস্কৃতি চলছে, তার কাউন্টার কালচার হিসেবে। যা কিছু আধিপত্যের দোসর, তার উপরেই হামলা এনেছে। নৈরাজ্য খুবই ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে বারে বারে। মবলগে নভেলে-ও সেই নৈরাজ্যের হানাদারি অব্যাহত।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া : চরিত্রের নির্মাণ ও সম্পর্কের নানামাত্রিক বিন্যাস

এই অধ্যায়টিতে ঔপন্যাসিক নবারুণ ভট্টাচার্যের রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, চরিত্রগুলি নির্মাণ ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে কীভাবে ফুটে উঠেছে, সেই বিষয়টিতে আলোকপাত করা হবে।

নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস প্রতিবাদী, প্রতিষ্ঠানবিরোধী, আধিপত্যবাদবিরোধী --- এই বিশেষণ গুলিকে যদি এক একটি বর্গ ধরে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে একটি সাধারণ সূত্র দিয়ে সবকটি গাঁথা; তা হল সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন। এক্ষেত্রে লেখকের প্রাথমিক মাধ্যম, তাঁর সামগ্রিক লেখালিখি। কাহিনি, চরিত্র, ভাষাশৈলী --- সমাজের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে করতে এগিয়ে চলে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায়, লেখকের অভীষ্ট লক্ষ্যে। যা কিছু বিধিবদ্ধ তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে উদ্যত। তবে এই ভাঙন এলোপাথারি নৈরাজ্য নয়, পুঁজিবাদী সভ্যতার যেসব ট্যাবু আছে, তাকে প্রত্যাঘাত করে নবারুণের উপন্যাস।

নবারুণের উপন্যাসে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিকভাবে, সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক মানুষেরাই কেন্দ্রীয় ভুমিকা নিয়েছে। পরিবার ও সমাজে ব্রাত্য হারবার্ট আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে নকশাল কর্মী বিনুর সঙ্গে। বিনু শুধুমাত্র হারবার্টকে সেই সম্মান জানিয়েছিল,যা একজন ব্যক্তির প্রাপ্য তাই-ই নয়; বিনু এবং তার সাথীরা মুক্তিকামী মানুষের প্রতিনিধি। হারবার্টের মতো জনবিচ্ছিন্ন, ক্রমশ গুটিয়ে যেতে থাকা নিঃসঙ্গ মানুষের সামান্য মুক্তবাতাস এরাই জুগিয়েছে। 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রণজয়ের মাধ্যমে লেখক তাঁর অন্তরে চির জাগরূক 'সত্তরের দশক'-এর প্রতি যে মমত্ব লালন করেছেন, তাকেই জীবন্ত করে তুলেছেন। দিনবদলের স্বপ্নে বিভোর,

পুলিশি অত্যাচারে উন্মাদ রণজয় দেখে তার ছেলে কোবা যুদ্ধে যাচ্ছে কমরেড লেনিনের আহ্বানে। প্রতিবিপ্লবের আগ্রাসনে চারপাশ পচনশীল হয়ে গেলেও রণজয়দের যুদ্ধ পরিস্থিতি জারি থাকে। গ্রাম্য অন্ত্যজ বর্গের ব্যক্তি ভোগী,যে পৃথিবীর দুর্নীতি,পাপ,হিংসা,হানাহানি মুছে ফেলতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে চায় অবলীলায়, হাসিমুখে। কারণ সে জানে পৃথিবীর খুব অসুখ; এই অসুখ সারিয়ে তুলতে গেলে মূল্য দিতে হয়। সুবিধাভোগী শ্রেণি কোনোদিনই এই দাম দিতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু অন্ত্যজ, অশিক্ষিত ভোগীরা এগিয়ে আসে, প্রাণ দেয়, কলুষ মুক্ত করে পৃথিবীকে। প্রবল প্রতাপশালী পারমাণবিক শক্তিতে বলীয়ান ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের সম্মুখে কুমার ও জিশার মতো প্রণয়ীযুগল কিংবা মানুষের মুক্তিকামী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ৮ ও ৯, যাদের কোনো ব্যক্তিপরিচয় থাকে না, তারা অসহায় গিনিপিগের মতো মৃত্যুর মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর প্রতিটা দেশ এখন 'খেলনানগর'; যেখানে নদী,জল,জঙ্গল বিষিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রকৃতিকে মুনাফার জন্য ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।জনজীবন অপুষ্ট আর রোগক্লিষ্ট। 'অটো' উপন্যাসে একদা ফুটবল খেলয়াড় হওয়ার স্বপ্নে মগ্ন চন্দন দারিদ্র্য,হাতাশায় অটোচালক হয়ে যেতে বাধ্য হয়। 'কাঙাল মালসাট', 'মসলিয়ম' এবং 'মবলগে নভেল' এই উপন্যাস ত্রয়ীতে নবারুণের জনপ্রিয় সৃষ্টি ফ্যাতাড়ু চরিত্ররা ভিড় করে আসে। সমাজের কানাগলিতে হারিয়ে যাওয়া প্রতিটি চরিত্র।রাজনৈতিক চেতনায় অসচেতন কিন্তু রাজনৈতিক উপস্থিতি শক্তিশালী। এরা প্রত্যেকেই তথাকথিত ক্ষমতার অলিন্দে কোনোকালেই ঢুকতে পারে না। এদের জীবনের মূল্যও অতি সামান্য। নবারুণের উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র এরাই। এঁদের জন্যই তিনি কলম ধরেন, পক্ষ নেন, চিৎকৃত ধ্বনিতে প্রতিবাদ জাগিয়ে রাখেন; তাঁর কলম অন্যচারী হতে পারে না।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজনৈতিক ভাবাদর্শের রূপায়ণে ভাষাশৈলীর বিশেষ নির্মাণ

ভাষাশৈলী নবারুণ ভট্টাচার্যের যাবতীয় সাহিত্য কর্মের সবথেকে চর্চিত বিষয়। তাঁর উপন্যাস, যাকে বলা যায় সুকারুনির্মিত; এবং প্রতিটি উপন্যাস গঠন বিন্যাসের দিক থেকে একটি অপরটির থেকে ভিন্ন। এখানে লেখকের সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। সুতরাং ভাষারীতি গুরুত্ব সহকারে আলোচনার দাবি রাখে। এটি একটি সম্পূর্ণ পৃথক গবেষণার পরিসর তৈরি করে; কিন্তু ভাষাতত্ত্বের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বরং নবারুণের বিশিষ্ট ভাষাশৈলী কীভাবে তাঁর রাজনৈতিক দর্শনকে প্রতিফলিত করেছে, আখ্যানে ভাষা ক্রমে নিজেই রাজনৈতিক প্রপ হয়ে উঠেছে; সেটিই এই অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্তু।

- শৈলী কী? --- এই প্রশ্নের থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, সাহিত্যে কোনটি শৈলী নয়? অলংকারবর্জিত নিরাভরণ অভিব্যক্তির প্রকাশও বিশেষ শৈলী নির্মাণ করতে সক্ষম। আবার নর্ম বা রূপাদর্শ, বিচ্যুতি, প্রমুখন, ভাষামুদ্রা প্রয়োগ ইত্যাদি ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বগত আলোচনার ক্ষেত্রের নিরিখে শৈলীবিচার সম্ভব। শৈলীবিচারের মানদণ্ডও ভিন্ন ভিন্ন। তবে ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, লেখকের চিন্তা-চেতনা, অভিব্যক্তি যখন প্রায়োগিক রূপ নেয় তখন সেটিই ওই লেখকের

স্বতন্ত্র শৈলী তৈরি করে। লেখকের রচনার ভাষা সংগঠনের পাশাপাশি লেখকের ব্যক্তিজীবনযাপন, সমাজ ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ভাষাশৈলী তৈরিতে ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে সমাজভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উপন্যাসে অধিবাচন (Discourse) বার বার ভেঙে গড়েছেন। মোট আটটি সম্পূর্ণ ও একটি অসমাপ্ত উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে নবারুণ নিজস্ব, অননুকরণীয় ন্যারেটিভ স্টাইল তৈরি করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। ছাপোষা, নিম্নবিত্ত মানুষের মুখের ভাষাকে পালিশহীন ভাবে তুলে এনেছেন। প্রয়োজনে যুক্ত হয়েছে উনিশ শতকের কবিদের কবিতার লাইন, শিষ্টজনের মান্য বাংলা, কোলাজ-সংলাপ, গালিগালাজ। এই ভিন্নধর্মী বয়ান নির্মাণের পিছনে সক্রিয় ফ্যাক্টরটি হল, নির্দিষ্ট সমাজচেতনা। নবারুণ তাঁর সমকালকে নিখুঁতভাবে ধরতে চেয়েছেন আখ্যানে। একজন বামপন্থী লেখক হিসেবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিন্যাসকে প্রথাগত পথে উপরতলা থেকে না দেখিয়ে, সর্বহারা, খেটে খাওয়া মানুষের অবস্থান থেকে দেখিয়েছেন তিনি। মার্ক্সবাদের পরিভাষায় যারা 'প্রোলেতারিয়েত', তারাই, তাদের জীবনপ্রণালীই নবারুণের প্রতিটি উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং আখ্যানের সংগঠনে তদপোযুক্ত ভাষা ব্যবহারই যথার্থ। নবারুণের উপন্যাস পর্যালোচনা করতে করতে উঠে আসে কয়েকটি বিশেষ দিক।

- ***পুঁজিবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ বিরোধিতা :*** বিশ্বের পুঁজিবাদী শক্তির চূড়ান্ত অবক্ষয়িত রূপের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের আধুনিক সংস্করণ নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাঁর স্বঘোষিত বিপ্লব।
- ***প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা :*** সমাজের সকল স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে নবারুণের প্রতিটি লাইন হয়ে উঠেছে মারণাস্ত্র।
- ***লেখক-কথকের রাজনৈতিক অবস্থান :*** নবারুণ কোন দলের সদস্য না হয়েও অকপটভাবে বামপন্থী। তাঁর মতাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত প্রতিটি লেখা।
- ***শ্রেণীদ্বন্দ্ব :*** শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় শাসিত ও শোষিতের দ্বন্দ্বমূলক অবস্থান বাস্তব। সেই অবস্থান সূত্রেই নবারুণ পক্ষাবলম্বন করেছেন নিম্নবর্গের।

প্রতিটি প্যারামিটারই সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে নবারুণীয় স্বতন্ত্র কথনশৈলী নির্মাণে। ভারতে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদের লোকদেখানো অবসান ঘটলেও, আদতে তা মজ্জাগত হয়ে রয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক দিকটি সরাসরি না থাকলেও, তার অর্থনৈতিক প্রভুত্ব ছিলই। শিক্ষাব্যবস্থা, প্রশাসন, বাণিজ্য, সংস্কৃতি, ভাষা এইসবদিকে উত্তর-উপনিবেশিক একটি দেশের উপর কলোনিয়াল অথরিটির নিয়ন্ত্রণ অনস্বীকার্য। এরই তাত্ত্বিক পরিভাষা হল **'নয়া উপনিবেশবাদ'** (Neo Colonialism)। বিশ্বের পুঁজিবাদী সভ্যতাগুলির বিবর্তিত আগ্রাসন হল নয়া উপনিবেশিকতা। ব্যক্তির চিন্তার জগতে সম্পূর্ণ বিস্তার ঘটিয়ে শিকড়বিহীন, নিজস্বতাহীন মেকি দেউলিয়া সত্ত্বায় পরিণত করে। এরপর আত্মসমর্পণ অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। নবারুণ 'খেলনানগর' উপন্যাসে নব্য-উপনিবেশবাদের ভয়াবহতা জোরালোভাবে তুলে এনেছেন। একটি কল্পিত শহরে ক্ষুৎকাতর, রোগক্লিষ্ট, জীবিকাহীন মানুষের বসবাস। লুম্পেন গুণ্ডা হাতকাটার দল, বিবেকবুদ্ধি বেচে খাওয়া বামন, সুখী জীবনযাপন করতে চাওয়া প্রেমে মশগুল কুমার ও জিশা, ধুঁকতে থাকা বেশ্যা ও বন্ধ কারখানার বেকার শ্রমিকরা সেখানে থাকে। আর আছে দুইজন কমিউনিস্ট '৮ ও ৯'। পুঁজিবাদী শক্তির কাছে এদের কোন নাম পরিচয় নেই, ঠিক যেমন 'রক্তকরবী' নাটকের খনি-শ্রমিকদের নেই কোন ব্যক্তিনাম; আছে শুধু সংখ্যা। এই সংখ্যার সঙ্গে অঙ্কের সম্পর্ক রয়েছে, মুনাফার অঙ্ক। এদের শ্রম অপরিহার্য এই পুঁজিবাদী সভ্যতার পুঁজির সৌধ গড়ে তোলার জন্য, ব্যক্তিরা অচল। তাই এদের যেমন খুশি 'খরচ' করে ফেলার আয়োজন করা যায়।

" খেলনানগরে আমরা পরীক্ষা করেছি নিউট্রন বোমা যার বিশেষ পারদর্শিতার জন্য কেউ কেউ একে 'ক্যাপিটালিস্ট বম্ব'-ও বলে থাকে। খেলনানগরের ওপরেই আমাদের নিউট্রন বোমার প্রথম পরীক্ষা হয় ও সেই পরীক্ষা সম্পূর্ন সফল।" [১]

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকের প্রতিবেদন পাঠের নির্লিপ্ত শীতল ভঙ্গীতে জানানো হয় একটি নগরের সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার কথা। বলাই বাহুল্য 'সফল' শব্দটি চূড়ান্ত অমানবিক ও বিদ্রূপাত্মক অভিঘাত এনেছে।নিশ্চিহ্ন হতে হতেও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা দুই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ৮ ও ৯ –কে হাতকাটার দল খুন করে এবং এক জান্তব আনন্দে উন্মত্ত হয়।

" ---- হুব্বা... হুব্বা... হুব্বা...

তার মাথায় রড পড়ে ও জনতা উল্লসিত হয়ে ওঠে। ছুরিটা অল্প ঢুকিয়ে বের করে দেয় হাতকাটা।

... ...

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, পিটিয়ে পিটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওদের মারা যায়। কখন যে ওরা মরে গিয়েছে সেটা বোঝাও যায়নি। মরার পরেও কেউ কেউ মারছিল নিশ্চয়ই।

... ...

শদেড়েক লোক চত্বরে দাঁড়িয়ে যা আয়েস করে বসে দেখল উলঙ্গ অবস্থায় '৮' ও '৯' কে ওপর থেকে হাত পা বাঁধা আবস্থায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তলায় চলছিল হাতকাটার দলের নাচ ও কাফিড্রিল খাওয়া।

হুব্বা... হুব্বা... হুব্বা... হুব্বা..." [২]

দুর্বোধ্য শব্দের মতোই এই উল্লাসও দুর্বোধ্য। আবেগের আতিশয্য রহিত প্রতিটি লাইন পুঁজিবাদের নির্মমতার মুখোশ এক টানে খুলে দিয়েছে।

নবারুণের লেখায় শুধু তাঁর সৃষ্ট চরিত্র নয়, ভাষা, আখ্যান সংগঠন সবকিছুই 'এজেন্টস অফ রেভল্যুশন'। এই ভাবাদর্শ থেকেই উদ্ভূত 'ফ্যাতাড়ু' সম্প্রদায়। যারা সমাজের পচে গলে যাওয়া প্রথা, বৈষম্যমূলক অর্থনীতি, বিকৃত মানসিক সংগঠন, রাজনৈতিক খবরদারি, রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণ সমস্তরকম হেজিমনির বিরুদ্ধে লড়ে গেছে বলিষ্ঠ ভঙ্গিমায়,উৎসবের মেজাজে। উচ্চবিত্ত, ইংরাজী জানা, শিক্ষিত, শহুরে এলিট গোষ্ঠী হোক কিংবা কালচারাল হেজিমনিক ক্লাস এদের মেকি, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সোচ্চার ফ্যাতাড়ু সম্প্রদায়। তথাকথিত সংস্কৃতি চর্চার পরিশীলিত কায়দাকে নস্যাৎ করেছেন এক লহমায়।

" বড়িলাল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমাধি-মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। বাঙালি জাত ও বাংলা সাহিত্যের দশা এমনই।... অবজ্ঞা, অপমান ও উপেক্ষার অন্ত নেই।... গলায় একটি শুকনো গাঁদাফুলের মালা। সেই মালা থেকে মাকড়সার জাল ছড়িয়েছে। ভেতরটা ঝুল নোংরায় ভর্তি।" [৩]

স্তুতি সাহিত্য এবং স্তাবক সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রসাদকে ভেঙে খান খান করে পুরন্দর ভাট বলে,

" --- আরে বাবা, কবি হলেই তো হল না। চোখকান খুলে রাখতে হয়। আমরা হলুম জানবে পলিটিক্যাল পোয়েট। ওসব ন্যাকড়ামো পদ্য-ফদ্য লিখি না। সবসময়ে তরতাজা। জ্যান্ত ট্যাংরা। একবার কাঁটা মেরে দিলেই সেপটিক।" [৪]

নবারুণ আনন্দবাজারের মতো একচেটিয়া আধিপত্যকারী প্রতিষ্ঠানকে 'খচিয়ে' ছোট প্রকাশনী ও লিটিল ম্যাগাজিনে সব লেখা প্রকাশ করেছেন। পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকার দায় এড়িয়ে তাঁর মতো আদ্যন্ত রাজনৈতিক লেখকের শব্দচয়ন জ্যান্ত ট্যাংরার কাঁটার মতোই বিপজ্জনক হতে বাধ্য।নবারুণ অসংখ্য সাধারণের মধ্যে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন,যেগুলি নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মুখের ভাষা ---- পাখসাট, তেড়ি বেড়ি, হেয্যাহেয্যি, আকচা-আকচি, হট্টিচাল্লি, ধরতাই,

লাটের বাঁট, ধক, হাম্পু, রোসো, আড়ং ধোলাই, ত্যারচা, আমড়াগাছি, আমোদগেঁড়ে, ঘুঘুচক্কর। লেখক একধরনের মিশ্রিত সংলাপ এনেছেন, যা প্রবলভাবে সমসাময়িক। আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত যা শুনছি, বলছি; মিশ্র ভাষা, মিশ্র সংলাপ।

" --- বলচি। ব্যাপারটা টু সিক্রেট। নো গ্যাঁগো বিজনেস। ছুপকে ছুপকে করতে হবে। করলেই সব লাল হো যায়গা।" [৫]

সাধারণের মুখের ভাষায় যে প্রাণবন্ত ভাব আছে, তাকে লেখক দক্ষতার সঙ্গে তুলে এনেছেন। নবারুণের ভাষায় 'ব্রয়লার সাহিত্য' সৃষ্টির জন্য 'রুজ পমেটম' মাখা কোন বানানো বাচন তিনি আনেন নি। যে ভাষার মধ্যে দিয়ে সমকালকে বোঝা যায়, সংযোগ স্থাপন করা যায় এমনই একটি কথনরীতি লক্ষ্য করা যায়। নবারুণ প্রতিটি ছকে বাঁধা মানসিক সংগঠনকে ভেঙেছেন কথনরীতিতে বিদ্রূপাত্মক হিউমার এনে। বাঙালি জাতির গতানুগতিক ছাঁচে গড়া চিন্তা প্রক্রিয়া, গা বাঁচিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি কটাক্ষ করেছেন :

" বাঙালি জাতি অবশ্য অচিরেই সেই শোক কাটিয়ে ওঠে। তার জিনগত অভ্যাসই হল আলুথালু হয়ে হাঁউমাঁউ করা পরক্ষণেই পাল্টি খেয়ে দাঁত ক্যালানো।" [৬]

একেই নবারুণ 'রিফাইণ্ড মিডিওক্রিটি'-র তকমা দিয়েছেন। শব্দের শুদ্ধতার ধারণা, ব্যকরণ-সম্মত মান্য বাংলা ভাষাই যে একমাত্র মূলস্রোতের সাহিত্যের ভাষা হতে পারে সেই প্রথাবদ্ধতাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নবারুণ প্রতিস্পর্ধী ভাষ্য নির্মাণ করেছেন। নবারুণের উপন্যাসের প্লট প্রধানত শহর কলকাতা, কোন শহরতলি যেখানে একদিকে হাইরাইজ বিল্ডিং, তার পাশেই ফুটপাথে বসে কোন শিশু খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে। এই মানুষেরাই বসবাস করে বস্তিতে, গঙ্গার ধারের ঝুপড়ি ঘরে, অন্ধকার গলিতে। বেশ্যাপাড়া, পকেটমার, দালাল, পাড়ার রংবাজ ছেলে, ফ্যালনা-ফালতু-উটকো মানুষজন ভিড় করে আসে তাঁর আখ্যানে। এদের দৈনন্দিনতার ভাষা, গালাগালি উঠে এসেছে উপন্যাসে।

- ***"কোটন চিৎকার করল, হারবার্টদা বিলা! হারবার্টদা ভোগে!"*** [৭]

- ***" --- আমাদের আবার মুড। খানকির ছেলের জানবি মুডফুড নিয়ে কোনো চুদুরবুদুর নেই।"*** [৮]

- ***" --- একটা ঠোক্কর খেলেই বুঝবি কার দয়ায় করে খাচ্ছিস। তাও, এখেনে নয়। ধর বর্ধমান বা মানকুণ্ডুতে। গুয়ের ডাব্বায় গুয়ের পোকা। গু খাবি, গু মাখবি তারপর একদিন গুয়ে ডুবেই পটলে যাবি।"*** [৯]

নবারুণের লেখায় অপশব্দের প্রয়োগ বিষয়ে তিনি বলেছেন এটা মানুষের 'মোড অফ এক্সপ্রেশন'। ব্যক্তি রাগে, দুঃখে, সুখে, অসুখে, বিরক্তিতে, আনন্দতে নানারকমের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকে ভাষার মাধ্যমে। সেটাকেই মান্যতা দিয়েছেন লেখক। আলোচ্য অধ্যায়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানের আধারে নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসের ভাষা ব্যবহার কিভাবে শিল্পিত রূপ নিয়েছে, সেটিই দেখানো হবে।

১। নবারুণ ভট্টাচার্য, উপন্যাস সমগ্র, 'খেলনানগর', জানুয়ারি (২০১০), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২২৭।

২। তদেব, 'খেলনানগর', জানুয়ারি (২০১০), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২২৬।

৩। তদেব, 'কাঙাল মালসাট', জানুয়ারি (২০১০), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২৪০।

৪। তদেব, 'কাঙাল মালসাট', জানুয়ারি (২০১০), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২৪৯।
৫। তদেব, 'কাঙাল মালসাট', জানুয়ারি (২০১০), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২৭৪।
৬। তদেব, 'কাঙাল মালসাট', জানুয়ারি (২০১০), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২৩৩।
৭। তদেব, 'হারবার্ট', জানুয়ারি (২০১০), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১১।
৮। তদেব, 'হারবার্ট', জানুয়ারি (২০১০), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৪।
৯। তদেব, 'কাঙাল মালসাট', জানুয়ারি (২০১০), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩২৩।

উপসংহার

উপসংহারে গবেষণার পুরো আলোচনাটিকে পুনরায় গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। এখানে খেয়াল করা যায়, সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস তাঁর রাজনৈতিক বীক্ষার ফসল।

প্রথমত, লেখক বামপন্থায় বিশ্বাসী এবং অকপট ভাবে তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। তবে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই তিনি আত্মসমালোচনার পক্ষে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বামপন্থার অবক্ষয়, সংশোধনবাদের হাতে সমর্পণ করার পরেও তিনি সাম্যবাদে আস্থা রাখেন। বামপন্থার প্রয়োগের ত্রুটি গুলি নিয়ে আলোচনা করেন উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে। এক্ষেত্রে তিনি কোনো দলীয় রাজনৈতিক দর্শনকে সামনে তুলে ধরেননি। মার্ক্সিস্ট হলেও লেখক তাঁর রাজনৈতিক গণ্ডী খর্ব করতে নারাজ। অ-মার্ক্সিস্ট কিন্তু শোষণের হাত থেকে মুক্তিকামী মানুষ, জীবনের গড়পরতা লড়াইয়ের ময়দানে টিঁকে থাকা মানুষ, ধর্মসংঘে আস্থাবান ব্যক্তি, নাস্তিক, সংশয়ী, জড়ত্ববাদী --- কেউই বাদ পড়েন নি নবারুণের লক্ষ্যবৃত্ত থেকে। কারণ শ্রেণিবিচারে এঁরা সকলেই শোষিত, বঞ্চিত সর্বহারা। এই কারণেই 'হারবার্ট' উপন্যাসে প্রেতলোক বা আত্মার কথোপকথন বিষয়গুলি এসেছে বৃহত্তর জনজীবনের অনুষঙ্গে। মানুষ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যার অনেকটাই কার্যকারণ বিচারে অথবা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক; তথাপি সেই অনুষঙ্গকে তিনি এনেছেন জীবনের অবিভক্ত সংস্কার হিসেবে। অনুরূপভাবে তিনি 'ভোগী'- র মতো ছোট উপন্যাস লিখেছেন। খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী Flagellation বা আত্মপীড়নের মধ্যে দিয়ে দৈবানুগ্রহ লাভ, পাপ-পুণ্য বিষয়গুলিকে কেন্দ্রে রেখে লেখক তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনাকে তুলে ধরেছেন। বৌদ্ধ দর্শনের একনিষ্ঠ পাঠক নবারুণ জীবনের বহুমাত্রিকতার দিকচিহ্নগুলিকে ধারণ করাতেই বিশ্বাসী। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কগুলির সঙ্গে এর কোনো সংঘর্ষ নেই বলেই তিনি মনে করেছেন। অনেকের সহাবস্থানকে সাম্যবাদের আদর্শে মিলিয়েছেন লেখক। 'লুব্ধক' উপন্যাসটিকে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ধরা যেতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** লেখক তাঁর প্রতিটি সাক্ষাৎকার, গদ্যলেখায় জানিয়েছেন; রাজনীতি বাদ দিয়ে কিছুই তিনি লেখেননি। রাজনীতিই তাঁর যাবতীয় লেখালিখির

মূল বিষয়। রাজনীতির কথা যখন আসছে, তখন প্রথম থেকেই সচেতন ভাবে বুঝে নিতে হবে, কোনো সংসদীয় দলীয় রাজনীতির কথা নবারুণ বলেন নি। ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিষয়কে বিশ্লেষণ করার মাপক হিসেবে রাজনীতি কাজ করেছে। জীবনকে কীভাবে দেখা উচিত, যাপন করা উচিত; তার নিরিখে প্রচ্ছন্ন থাকে যে রাজনৈতিক বোধ তাকে উঠে আসতে দেখা গেছে নবারুণের উপন্যাসে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যে নিয়মতন্ত্র চলছে, তার প্রতিটি ক্ষেত্রকে দ্ব্যর্থহীনভাবে মেনে নিয়ে সাহিত্যচর্চা করা একজন সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ সাহিত্যিকের কাজ নয় বরং প্রতিটি বিষয়কে প্রশ্ন করা, শাসকের অস্বস্তি জাগিয়ে রাখাই প্রকৃত রাজনৈতিক লেখকের দায়িত্ব; এমনটাই মনে করেছেন লেখক।

সাতের দশকের নকশাল আন্দোলন তাঁর চেতনায় চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। একটি প্রজন্ম, নবারুণ প্রত্যক্ষভাবে যে সময়ের প্রতিনিধি, সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নে এত বড় আত্মবলিদান তাঁর সমগ্র লেখক সত্ত্বাকে অশান্ত, বিক্ষিপ্ত, নিদ্রাহীন করে তুলেছে এবং আমৃত্যু তিনি এই দশকের যন্ত্রণা, অস্থিরতা, লড়াকু মানসিকতাকে লেখায় লালন করেছেন। এটা যেমন একটি দিক, আবার সমাজে **'বিকল্প রাজনীতি'**-র কথকতা হয়ে তাঁর উপন্যাস। কেন বিকল্প রাজনীতি? যে শাসনতন্ত্রে একচ্ছত্র পুঁজির আগ্রাসনে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণিচ্যুত হয়ে ক্রমে ভিক্ষান্নজীবীতে রূপান্তরিত হয়; পুষ্টিহীনতার নিরিখে শিশুমৃত্যুর হার ক্রমশ বাড়তে থকে; অশিক্ষা, দারিদ্র্য, রোগভোগ, বেকারত্ব কয়েকটি প্রজন্মকে মদ্যপ, লুম্পেন, দালাল, মাসলম্যান, বখে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া প্রজন্মে পরিণত করেছে। রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোর পেয়াদারা এদেরকেই বন্দুকের নলের সামনে দাঁড় করায় অহরহ। পুঁজিবাদের আগ্রাসনে নদী দূষিত হয়ে বিষ; পাহাড়, জঙ্গল বিক্রি হয়ে গেছে মুনাফার তুলাযন্ত্রে, পাখি,মাছ,কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীদের পৃথিবী সংকুচিত হতে হতে চিড়িয়াখানা আর অভয়ারণ্যের বিনোদনে পরিণত করা হয়েছে। যে বিংশ শতক শুরু হয়েছিল প্রবল আশা জাগিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে চাকা বানিয়ে; সেই শতকেই দেখা গেল, নাপাম বোমায় শরীর ঝলসে যাওয়া নগ্ন বালিকা তীব্র আর্তনাদে রাস্তায় ছুটে চলেছে; বিজ্ঞানের এই অপমৃত্যু ঘটেছে বিশ্বের তাবড় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শক্তিধর দেশের হাতে। এই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রে, রাজনীতিতে অনাস্থা রাখে, প্রশ্ন করে, চ্যালেঞ্জ জানায়, বিকল্প রাজনৈতিক বোধের জন্ম দেয় নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস। পচনশীল অচলায়তন প্রাতিষ্ঠানিক যা কিছু তাকে নস্যাৎ করতে করতে চলেছে তাঁর সাহিত্য।

তৃতীয়ত, বিকল্প রাজনীতির সন্ধান করতে করতে দেখতে পাওয়া যায়, নবারুণের কয়েকটি উপন্যাস রাজনৈতিক প্রতিবাদের সাহিত্য থেকে ক্রমশ প্রতিরোধের ভাষ্যে উত্তরণ করে যাচ্ছে। অত্যাচার, ক্ষয়, শোষণের বাস্তুতন্ত্রে দাঁড়িয়ে ফ্যাতাড়ুরা রণনীতি সাজায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে।পুরন্দর ভাটের স্যাটায়ারধর্মী কাব্যিক প্রতিবাদ অথবা ফ্যাতাড়ুদের হুজ্জুতির মধ্যেই প্রতিবাদ থেমে থাকছে না। সুপরিকল্পিতভাবে ভোঁতা হলেও অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার তাগিদ অনুভব করে তারা। শুধু একতরফা মার খাওয়া না, পাল্টা মার দিতে হবে প্রয়োজনে। সুতরাং চাকতির ঘর খুলে যায় মাঝে মাঝে আর কমিশনার অফ পুলিশের মুণ্ডচ্ছেদ ঘটে যায় বিনা রক্তপাতে। 'লুব্ধক'-এর অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত শিশুকুকুরের দল কিংবা প্রতিনিয়ত হঠাবাহার কুকুরদল শহর কলকাতা ছেড়ে যেতে যেতে শান্ত অথচ সুদৃঢ় হুমকি

রেখে যাচ্ছে অত্যাচারিতের প্রতি। এক ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন লেখক সচেতনভাবে। যা আরও সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে উপন্যাসের বুনিয়াদ থেকে উপরিকাঠামোতে।

চতুর্থত, নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস রাজনৈতিক আখ্যান হয়ে ওঠার পাশাপাশি আখ্যান নিজস্ব রাজনীতি গড়ে তুলেছে। মানববোমার মতোই উপন্যাস একসময় স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠেছে। লেখকের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সেখানে অমূলক। বাস্তব আর জাদুবাস্তবের মধ্যে নিরন্তর আনাগোনা, বিস্ফোরণের সম্ভাবনাময় ভাষাশৈলী রাজনৈতিক প্রপ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিজস্ব রাজনীতির পরিসর নির্মাণ করেছে। লেখক বিশেষ কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি বা ঘটনার কাহিনি শোনাতে আগ্রহী নন; বরং উপন্যাসকে কমরেডের মতো পাশে নিয়ে পথ হাঁটেন। নবারুণের অন্যান্য আলাপচারিতায় যেমনটা তিনি বলেছেন, লেখালিখি, সাহিত্যচর্চা আলাদা কোনো বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা নয় বরং তাঁর রাজনৈতিক বোধ, বীক্ষা প্রকাশ করার একটা মাধ্যম মাত্র।

নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসের বিস্তৃত পর্যালোচনা করার মধ্যে দিয়ে যে যে বিশেষ প্রবণতা সন্ধান পাওয়া গেছে, যা তাঁর রাজনৈতিক ভাবাদর্শের মূলগত ভাবনা, তাকেই এই অংশে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি এবং অন্যান্য সূত্রসমূহ

বাংলা গ্রন্থ

প্রাথমিক সহায়ক গ্রন্থ:

- নবারুণ ভট্টাচার্য। উপন্যাস সমগ্র। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। জানুয়ারি, ২০১০।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। আনাড়ির নাড়ি জ্ঞান। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন। জানুয়ারি, ২০১৩।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। মুখে মেঘের রুমাল বাঁধা। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীরামপুর, হুগলী। সপ্তর্ষি প্রকাশন। নভেম্বর, ২০১০।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। আরও কথাবার্তা। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন। জানুয়ারি, ২০১৬।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। ডায়রী ঊনসত্তর। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন। জানুয়ারি, ২০১৯।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। সব কথাবার্তা। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন। জানুয়ারি, ২০১৯।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। মবলগে। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী। বইমেলা,জানুয়ারি, ২০১৬।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। নবারুণের দুটি নাটক। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন। জানুয়ারি, ২০২০।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। আংশিক চন্দ্রগ্রহণ। তৃতীয় মুদ্রণ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী। জুলাই, ২০১৭।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। শ্রেষ্ঠ গল্প। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। এপ্রিল, ২০১০।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। অগ্রন্থিত কবিতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী। জানুয়ারি, ২০২৩।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। নবম তরঙ্গ। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী। সেপ্টেম্বর, ২০১৭।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। রাতের সার্কাস। প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন। জানুয়ারি, ২০১৯।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। মহাযানের আয়না। দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী। এপ্রিল, ২০১৩।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। বুলেটপ্রুফ কবিতা। তৃতীয় ভাষাবন্ধন সংস্করণ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী। জানুয়ারি, ২০১৭।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। বেবি K পারিজাত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা। সপ্তর্ষি প্রকাশন। জানুয়ারি, ২০২৪।
- প্রণতি ভট্টাচার্য।নবারুণ ভট্টাচার্য। নিজেদের কথা। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন। জুলাই, ২০১৯।
- পুরন্দর ভাটের কবিতা। পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন। কলকাতা বইমেলা, ২০২২।

- নবারুণ ভট্টাচার্য। বিদেশি ফুলে রক্তের ছিটে। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী। জানুয়ারি, ২০১৩।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। অ্যাকোয়ারিয়াম। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী। ২০১০।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। অন্ধবেড়াল ও অন্যান্য গল্প। ভাষাবন্ধন সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ। কলকাতা। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী। নভেম্বর, ২০১৭।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্ট। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। প্যাপিরাস। জানুয়ারি,২০১০।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা। সপ্তর্ষি প্রকাশন। জানুয়ারি, ২০০৭।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। প্রেম ও পাগল। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। সপ্তর্ষি প্রকাশন। জানুয়ারি, ২০০৭।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক ও অন্যান্য। প্রথম সংস্করণ। চতুর্থ মুদ্রণ। কলকাতা। সপ্তর্ষি প্রকাশন। ডিসেম্বর, ২০০৮।
- নবারুণ ভট্টাচার্য। হালাল ঝাণ্ডা ও অন্যান্য। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। সপ্তর্ষি প্রকাশন। ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।
- Harbart. English Translated by Arunava Sinha. New Delhi. Traquebar Press,2011.

<u>গৌণ সহায়ক গ্রন্থ:</u>

- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। কালের প্রতিমা : বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর(১৯২৩-১৯৯৭)।চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। নভেম্বর ২০০৫।
- অদ্বয় চৌধুরী। অর্ক চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। নব্য সংস্করণ। হুগলী। বৈভাষিক প্রকাশনী। নভেম্বর, ২০১৯।
- অনিল, আচার্য। সম্পাদক: সত্তর দশক (তিন খণ্ড)। কলকাতা। অনুষ্টুপ।
- অমিতাভ দাশগুপ্ত। আখ্যানতত্ত্ব। কলকাতা। ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স। নভেম্বর, ২০১০।
- অচিন্ত্য বিশ্বাস। মিখাইল বাখতিন: উপন্যাসের তত্ত্ব। কলকাতা। বিদ্যা। জানুয়ারি, ২০২৪।
- অভ্র বসু। বাংলা স্ল্যাং: সমীক্ষা ও অভিধান। কলকাতা। প্যাপিরাস। ডিসেম্বর, ২০০৯।
- অনন্য রায় রচনাসমগ্র। সম্পাদনা: সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। কলকাতা। ভাষাবন্ধন। বইমেলা, ২০১৫।
- অঞ্জন সেন। ঔপনিবেশিক থেকে উত্তরআধুনিকতা। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। মহালয়া, ২০১১।
- অশেষ রায়(অনুবাদ)। নির্বাচিত গার্সিয়া মার্কেস। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রকাশ। কলকাতা। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন। সেপ্টেম্বর, ২০১৪।
- অশোক চট্টোপাধ্যায়। মার্কসীয় চিরায়ত ভাবনা শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। তৃতীয় দুনিয়ার সাহিত্য। ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭।
- অপূর্বকুমার রায়। শৈলীবিজ্ঞান। প্রথম দে'জ সংস্করণ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। অক্টোবর, ২০০৬।

- অমিয়ভূষণমজুমদাররচনাসমগ্র(৫খণ্ড)। কলকাতা।দে'জপাবলিশিং। http://banglaclassicbooks.blogspot.com
- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। খাজাঞ্চির খাতা। কলকাতা। আনন্দ। ২০১৩।
- অর্ক চট্টোপাধ্যায়। আধুনিক তত্ত্ববিশ্ব এবং বিশ্বসাহিত্যের গ্রন্থিপাঠ। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। বৈভাষিক প্রকাশনী। জানুয়ারি, ২০২৪।
- অভিজিৎ, সেন। আঁধারমহিষ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩।
- অমর, মিত্র। এখন মৃত্যুর ঘ্রাণ। কলকাতা। প্রতিক্ষণ পাবলিশার্স, ১৯৯৯।
- অশোক, মিত্র। আপিলা-চাপিলা। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স,২০০৩।
- অশোক, মিত্র। কবিতা থেকে মিছিলে। কলকাতা। প্যাপিরাস, এপ্রিল,১৯৯৫।
- অশ্রুকুমার, সিকদার। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস। কলকাতা। অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮।
- অসীম রায়। অসংলগ্নকাব্য। কলকাতা। প্রাইমা পাবলিকেশনস, ১৯৭৩।
- অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। কথনতত্ত্ব ও বাংলা উপন্যাস। কলকাতা। ভাষাবন্ধন। ফেব্রুয়ারি, ২০১১। (Digital)
- আকাদেমি বানান অভিধান। পঞ্চম সংস্করণ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ২০০৫।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। গল্পসমগ্র। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। নয়া উদ্যোগ। ফেব্রুয়ারি, ২০০০।
- আলেহো কার্পেন্তিয়ার রচনাসংগ্রহ। অনুবাদ: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। বইমেলা ১৯৯১। (Digital)
- আনন্দ ঘোষ হাজরা। সাহিত্যবিচারে অবয়ববাদ, উত্তরাধুনিক ও উপনিবেশবাদ। কলকাতা। একুশ শতক। জানুয়ারি, ২০০৮।
- উদয়ন ঘোষ। স্বপনের ম্যাজিক রিয়ালিটি। কলকাতা। আসানসোল পুস্তকালয়, ১৯৯৭।
- কমলকুমার মজুমদার। উপন্যাস সমগ্র। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। জুন, ২০১১।
- কালীপ্রসন্ন সিংহ। সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা। কলকাতা। আনন্দ। ২০০৮।
- কিন্নর রায়। মৃত্যুকুসুম। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। জানুয়ারি, ২০০৯।
- গোপাল হালদার। সংস্কৃতির বিশ্বরূপ। প্রথম প্রকাশভবন সংস্করণ। কলকাতা। প্রকাশভবন। ২০১৪।
- গৌরকিশোর ঘোষ। উপন্যাস সংগ্রহ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২।
- গৌতম ভদ্র। পার্থ চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদিত)। নিম্নবর্গের ইতিহাস। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.। ডিসেম্বর ২০০১।
- জয়দেব বসু। লুপ্ত নাস্পাতির গন্ধ। কলকাতা। ধানসিড়ি প্রকাশন, ২০১৭।
- জয়া মিত্র। স্বর্ণকমলের চিহ্ন। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
- ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যপ্রসঙ্গ ও সমালচনা-বিচিত্রা। দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতা। করুণা প্রকাশনী। অক্টোবর, ২০১৮।

- ড. অভিজিৎ মজুমদার। শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব। তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। জানুয়ারি, ২০২৩।
- তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। খণ্ড বিখণ্ড। কলকাতা। মিত্র ও ঘোষ। ১৯৯৮।
- তপোবিজয় ঘোষ। সামনে লড়াই। কলকাতা। নবজাতক প্রকাশন। ১৯৭১।
- তপোধীর ভট্টাচার্য। প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশার্স। ফেব্রুয়ারি,২০০৬।
- তপোধীর ভট্টাচার্য। আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। কলকাতা। পুস্তকবিপণি। ফেব্রুয়ারি ২০০৪।
- তপোধীর ভট্টাচার্য। প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব। মেদিনীপুর। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ। জানুয়ারি, ১৯৯৭।
- তপোধীর ভট্টাচার্য। মিশেল ফুকো। মেদিনীপুর। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ। আগস্ট, ২০০০।
- ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ত্রৈলোক্য রচনাসমগ্র। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। সত্যবান রায়। বইমেলা, ২০১০।
- দেবেশ রায়। আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে। কলকাতা। গ্রন্থশিল্প। ১৯৭৮।
- দেবেশ রায়। উপন্যাস নিয়ে। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০০৯।
- দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পাদিত)। নবারুণ। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। সপ্তর্ষি প্রকাশন। জুলাই, ২০২৪।
- দ্বিজেন শর্মা(অনুবাদ)। লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। মস্কো। প্রগতি প্রকাশন। ১৯৮৬।
- নবেন্দু সেন (সম্পা)। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা। রত্নাবলী। মে ২০১৬।
- নবেন্দু সেন। আখ্যানক: নির্মাণে বিনির্মাণে। কলকাতা। রত্নাবলী। জানুয়ারি, ২০০৬।
- নবেন্দু সেন(সম্পাদিত)। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা। কলকাতা। রত্নাবলী। জুন, ২০০৯।
- নবেন্দু সেন। পোস্ট মডার্নিজম এবং অন্যান্য: তত্ত্ব ও প্রযুক্তি। কলকাতা। সাহিত্যলোক। ফেব্রুয়ারি, ২০০২।
- নিকোলাই গোগল রচনাসপ্তক। অনুবাদ: অরুণ সোম। মস্কো। রাদুগা প্রকাশন। ১৯৮৬। (Digital)
- নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পাদিত)। গ্রামশিচর্চা। কলকাতা। কৃষ্টি। ডিসেম্বর, ২০১০।
- নির্মল ঘোষ। নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য। তৃতীয় মুদ্রণ। কলকাতা। করুণা প্রকাশনী। ডিসেম্বর, ২০১৬।
- পবিত্র সরকার। ব্যবহারিক বাংলা বানান-অভিধান। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। লতিকা প্রকাশনী। বইমেলা, ২০১৮।
- প্রফুল্ল রায়। রথযাত্রা। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ১৯৯২।
- পবিত্র সরকার। কথাসূত্র। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি। মাঘ ১৪১০।
- পলাশ খাটুয়া(সম্পাদিত)। ম্যাজিক রিয়ালিজম ও বাংলা সাহিত্য। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। বইমেলা, ২০১৬।
- পথিক বসু। বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন। কলকাতা। প্যাপিরাস। ১৯৯৩।
- প্রদীপ বসু। রাজনীতির তত্ত্ব তত্ত্বের রাজনীতি। কলকাতা। চর্চাপদ। বইমেলা, ২০১১।

- প্রদীপ বসু। উওত্তর-আধুনিক রাজনীতি। কলকাতা। সাহিত্যলোক। অক্টোবর, ২০১০।
- বাসু আচার্য। কানু সান্যাল নকশালবাড়ি ও তারপর। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। আর বি এন্টারপ্রাইজেস। জানুয়ারি, ২০১৮।
- বাসুদেব দাশগুপ্ত। খেলাধূলা। অশোকনগর। আনন্দ দাশগুপ্ত(পরিবেশক : মনফকিরা)। জানুয়ারি, ২০০৭।
- বিপ্লব চক্রবর্তী(সম্পাদনা)। শৈলী চিন্তাচর্চা। প্রথম দে'জ পাবলিশিং প্রকাশ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। পুস্তকমেলা, ২০২৩।
- বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়।(অনুবাদ)।মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের মূলকথা। মস্কো। প্রগতি প্রকাশন। ১৯৮৫।
- বিষয়: আত্মহনন, একটি ভাষাবন্ধন সংকলন। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী। এপ্রিল, ২০২০।
- বীতশোক ভট্টাচার্য, সুবল সামন্ত। জাঁ-পল-সার্ত্র। কলকাতা। এবং মুশায়েরা। জানুয়ারি, ২০০৬।
- বীতশোক ভট্টাচার্য(সম্পাদিত)। বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা। এবং মুশায়েরা। জানুয়ারি, ২০০৮।
- বেলা দাস। বিশ্বতোষ চৌধুরী। বাংলা আখ্যান : বহুমাত্রিক পাঠ। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা।রত্নাবলী। ডিসেম্বর ২০১১।
- মহাশ্বেতা দেবী। হাজার চুরাশির মা। কলকাতা। করুণা প্রকাশনী। ১৯৮৮।
- মহাশ্বেতা দেবী। রচনাবলী(৮ম খণ্ড)। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০০৬।
- মহাশ্বেতা দেবী। রচনাবলী(১১শ খণ্ড)। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। জানুয়ারি, ২০০৯।
- মধুজা মুখার্জী, সুমন মুখোপাধ্যায়। কাঙাল মালসাট(গ্রাফিক নভেল ও চিত্রনাট্য)। কলকাতা। সপ্তর্ষি প্রকাশন। আগস্ট, ২০১৩।(Digital)
- মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব। কলকাতা। প্রতিভাস। জানুয়ারি, ২০১৩। (Digital)
- মণি ভৌমিক। বিজ্ঞানে ঈশ্বরের সংকেত। অনুবাদ: রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। মে, ২০১১।
- মৃণালকান্তি ঘোষ। পরলোকের কথা। কলকাতা। নবপত্র প্রকাশন। জানুয়ারি, ২০০৬। (Digital)
- রণবীর লাহিড়ী। আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান। কলকাতা। চর্চাপদ। ডিসেম্বর, ২০১১।
- শ্রীপান্থ। কলকাতা। কলকাতা। আনন্দ। ২০14।
- শ্রীকুমার, চট্টোপাধ্যায়। অরুণকুমার, মুখোপাধ্যায়। ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ, ১৯৮২।
- শোভনলাল দত্তগুপ্ত (সম্পা)। আনতোনিও গ্রামশি : বিচার-বিশ্লেষণ। প্রথম সংস্করণ। বাখরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। সেরিবান। জানুয়ারি ২০১৯।
- শৈবাল মিত্র। অগ্নির উপাখ্যান। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০০৩।
- সমীর রায়চৌধুরী। পোস্টমডার্ন কী ও কেন। কলকাতা। আবিষ্কার প্রকাশনী। জুলাই, ২০০৬।

- সরোজ মুখোপাধ্যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা। কলকাতা। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। ফেব্রুয়ারি, ২০০৭।
- সরোজ দত্ত। রচনাসংগ্রহ(১ম খণ্ড)। প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতা। শহীদ সরোজ দত্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটি ও নিউ হরাইজেন বুক ট্রাস্ট। ২১ ডিসেম্বর, ২০০১।
- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০০৪।
- সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস সমগ্র(১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)। কলকাতা। আজকাল পাবলিশার্স। জানুয়ারি, ২০০৪, জানুয়ারি ২০০৫, নভেম্বর, ২০০৬।
- সুপ্রকাশ রায়। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো সংগ্রামের দিশা। চতুর্থ প্রকাশ। কলকাতা। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন। জানুয়ারি, ২০২১।
- সুভাষ ভট্টাচার্য। ভাষা ও শৈলী। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। দীপাবলি, ২০০৬।
- সুধীর চক্রবর্তী(সম্পাদিত)। বুদ্ধিজীবীর নোটবই। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। পুস্তক বিপণি। জুন, ২০০৫।
- সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। বাংলার আর্থিক ইতিহাস। প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতা। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি। ২০১১।
- সুকোমল চৌধুরী(সম্পাদিত)। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। কলকাতা। মহাবোধি বুক এজেন্সী। ১৯৯৭। (Digital)
- সেখ মোফাজ্জাল হোসেন। নবারুণের আখ্যান বিশ্ব। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। মে, ২০১১।
- হীরেন চট্টোপাধ্যায়। সাম্প্রতিসুবিমল মিশ্র। অ্যান্টি উপন্যাস সংগ্রহ। কলকাতা। বিতর্ক। জানুয়ারি, ১৯৯৯।
- সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়। খাণ্ডবদাহন। কলকাতা। গুরুচণ্ডালি। জানুয়ারি, ২০১৩।
- স্বর্ণ মিত্র। গ্রামে চলো। কলকাতা। পদাবলী প্রকাশনী। ১৯৭৪।

সহায়ক বাংলা পত্রিকা:

- আফসার আহমেদ। চক্রবর্তী, অনিশ্চয়(সম্পা)।'আখ্যান ১'। ১ম বর্ষ, সংখ্যা ১। ১৯৯৬।
- নীলকমল সরকার(সম্পা)। 'অক্ষরেখা'। ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
- উৎপল ভট্টাচার্য(সম্পা)। 'কবিতীর্থ'। ষষ্ঠ বিংশতি বর্ষ। অক্টোবর ২০০৭।
- তথাগত ভট্টাচার্য(সম্পা)। 'ভাষাবন্ধন'। ত্রয়োদশ বর্ষ, নবারুণ সংখ্যা। ২০১৫।
- প্রত্যুষ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা)। 'কানেস্তারা'। শীত প্রকাশ। ২০১৫
- দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী(সম্পাদক)। সংবীক্ষণ ১১। ২০০৩।
- পুলক কুমার সরকার(সম্পাদক)। শুভশ্রী। ৪৫বর্ষ, ২০০৬-০৭।
- দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদক)। পরিকথা। ৯বর্ষ। সংখ্যা ১। ডিসেম্বর, ২০০৬।

- হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পাদক)। ছায়াবৃত্ত। জানুয়ারি, ২০১৬।
- আফিফ ফুয়াদ(সম্পাদক)। দিবা রাত্রির কাব্য। কথাসাহিত্য সংখ্যা। জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০০৮।
- পাভেল(সম্পাদক)। পারোজিয়া। ষষ্ঠ বর্ষ। কলকাতা, বইমেলা। ২০১৪।
- গৌতম ঘোষ দস্তিদার(সম্পাদক)। রক্তমাংস। সংখ্যা ৩৯। কলকাতা, আগস্ট। ২০১৪।
- অভীক ভট্টাচার্য(সম্পাদক)। ডার্করুম। ২বর্ষ। সংখ্যা ৩। কলকাতা। শীত, ২০১২।
- প্রচেতা ঘোষ। তাপস, ঘোষ(সম্পাদক)। জারি বোবাযুদ্ধ। কলকাতা। জানুয়ারি,২০১১।
- চিরঞ্জীব শূর(সম্পাদক)। আলোচনা চক্র। সংকলন ৩৫। অগাস্ট, ২০১৩।
- চিরঞ্জীব শূর(সম্পাদক)। আলোচনা চক্র। সংকলন ৩১। অগাস্ট, ২০১১।
- শুভময় সরকার(সম্পাদক)। মল্লার। ১৫বর্ষ। সংখ্যা ১। কলকাতা, ২০১৪-১৫।
- নবারুণ ভট্টাচার্য(সম্পাদক)। ভাষাবন্ধন। আগস্ট, ২০০৭ থেকে জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৩।
- শুভেন্দু দাশগুপ্ত(সম্পাদক)। ভাষাবন্ধন। উৎসব সংখ্যা, ২০১৮।
- নবান্ন। ২৫বর্ষ। সংখ্যা ৩-৪। জানুয়ারি, ২০১৫।

ইংরাজি গ্রন্থ :

- Chakravorty Spivak, Gayatri. Can the Subaltern Speak?. https://voidnetwork.gr
- Guha, Ramchandra. India After Gandhi. https://archive.org
- Chattopadhyay, Arka. Nabarun Bhattacharya Conjures Ghosts of Revolutionary Dreams in His Masterful Novel ‘Harbart’. https://wordswithoutborders.org
- Sartre, Jean Paul. What is Literature?. Philosophycal Library. 1949. https://archive.org
- Beaver, David. Stanley, Jason. The Politics of Language. Princeton University Press. (Digital)
- Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebook. https://uberty.org
- Bhattacharya,Sourit. Chattopadhyay,Arka. Sengupta,Samrat. Nabarun Bhattacharya: Aesthetics and Politics in a World after Ethics. https://api.pageplace.de
- Nkrumah, Kwame. Neo-Colonialism, the Last Stage of Imperialism. https://www.marxists.org
- Wodak,Ruth. Forchtner,Bernhard. The Routledge Handbook of Language and Politics. https://api.pageplace.de
- Ayto,John. The Oxford Dictionary of Slang. Oxford University Press. 1998. https://archive.org
- Mitra,Ashok. Calcutta Diary. Calcutta. Rupa and Co. 1979. (Digital)
- Mukherjee, Meenakshi. Realism and reality: the novel and society in India.Delhi. Oxford University Press. 1985. (Digital)

- Yurchenko, A.V. Bulgakov's Novel The Master and Margarita and the Subversion of Socialist realism. A Thesis. June, 2008. https://scholarsbank.uoregon.edu
- Guha, Ranajit(Edited). Subaltern Studies-v. Delhi. Oxford University Press. 1992.(Digital)
- Said, Edward W. Orientalism. Vintage Books.1979. https://pages.pomona.edu
- Cuddon, J.A. Dictionary of Lierary Terms and Literary Theory. Penguin Books. 1999. https://archive.org
- Ann Bowers, Maggie. Magic(al) Realism. Routledge.2004. https://bayanebartar.org
- Bal,Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. University of Toronto Press. https://www.amacad.org

ইউটিউব/ ওয়েবসাইট/ ওয়েব ম্যাগাজিন/ পোর্টাল:

- Marxbadipath.org
- https://youtu.be/cT06uEvMpIQ=4w7K1sG5HK_V2HVj
- https://youtu.be/8nivX57v7GQ?si=yPimI3PZaT1UBxa2
- https://youtu.be/WWIaQrLhda0?si=y1ItCSTgzvd9p7CV
- https://youtu.be/ZU_CssI0tEw?si=P5gJpvf8wcS0C43h
- https://youtu.be/h9tgqXeW0tw?si=n9NKM_GPIFnohoN9
- https://youtu.be/a5qKNKQ9dSg?si=aKUIgezSKB0cAgV9
- https://youtu.be/wo80FRj5vmk?si=1dK9soOWHBsSQaiN
- https://youtu.be/cB4c3D-ak4?si=sgfA75EXZFXc6azm
- নবারুণ ভট্টাচার্যের উপর নির্মিত ডকুমেন্টারি। পরিচালক কিউ (কৌশিক মুখার্জী)। প্রযোজনা ও পরিবেশনায় OddJoint. https://youtu.be/s5ItBay9HH8?si=Vydg3QTP3WdKrAnL
- শুদ্ধব্রত দেব। কবি ও বধ্যভূমি। রোববার.ইন –এর ধারাবাহিক কলাম।
- সৌরভ গুহ। কলকাতার তলপেট: মস্তানির একাল-সেকাল। ইন্সক্রিপ্ট.মি –এর ধারাবাহিক কলাম।

চলচ্চিত্র:

- ঋত্বিক কুমার ঘটক, সুবর্ণরেখা (১৯৬২)
  কোমল গান্ধার (১৯৬১)
  মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০)
- সুমন মুখোপাধ্যায়, হারবার্ট (২০০৫)
  মহানগর @ কলকাতা (২০১০)
  কাঙাল মালসাট (২০১৩)